পতনের বেলাভূমিতে বস্তুবাদী সভ্যতা

আহমদ আবদুল কাদের

উৎসর্গ

যার একান্ত সাধনা ছিলো, স্বপ্ন ছিলো
আমি মানুষ হই
যাকে কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বক্ষণে হারিয়েছি
সেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতা
মরহুম আবদুর রহমান সাহেবের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

পতনের বেলাভূমিতে বস্তুবাদী সভ্যতা

আহমদ আবদুল কাদের

www.pathagar.com

পতনের বেলাভূমিতে বস্তুবাদী সভ্যতা

আহমদ আবদুল কাদের

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা আনোয়ার
প্যারাডাইজ পাড়া, টাঙ্গাইল।

প্রথম প্রকাশ ঃ
পৌষ ১৩৯১। রবিউসসানি ১৪০৫। জানুয়ারী ১৯৮৫।

প্রচ্ছদ ঃ
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মুদ্রণে ঃ তিতাস প্রিন্টি এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন, ঢাকা-১
ফোন ঃ ২৩৯৪১৫
২৫১৬৯৪

মূল্য ঃ শোভন ঃ দশ টাকা মাত্র
সুলভ ঃ সাত টাকা মাত্র

যোগাযোগ ঃ ১১৪, নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-৫

PATANER BELABHUMITEY BOSTUBADI SAVYATA (Materialisht Civilization is at the Point of decline) Written by Ahmed Abdul

www.pathagar.com

লেখকের কথা

নতুন একটি সভ্যতা বিনির্মাণ করতে হলে বিরাজমান সভ্যতার পতন অপরিহার্য। যা অপরিহার্য তা বাস্তবে সম্ভব বা অনিবার্য কিনা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই আজকের এ আলোচনা। বর্তমান ক্ষুদ্র বইটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিরাজমান বস্তুবাদী সভ্যতার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার পতনের অনিবার্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সমাজ বিষয়ক ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে এবং পরিশেষে আল-কোরআনের আলোকে বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতাটির পতন যে অবশ্যম্ভাবী তা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সভ্যতার পতন ঘটিয়ে যারা আরেকটি উন্নততর কল্যাণধর্মী মানবতাবাদী সভ্যতা নির্মাণ করতে চান তাদের জন্যে একটি তাত্ত্বিক হাতিয়ার যোগান দেয়াও এ বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ১৯৮০ সালে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি একটি সম্মেলন স্মারক ও একটি গবেষণা পত্রিকা 'মাসিক পৃথিবীতে' ছাপা হয়। বর্তমান বইটি ঐ প্রবন্ধেরই পরিবর্ধিত ও মার্জিত রূপ। মূলতঃ উক্ত বইয়ের প্রকাশক জনাব মোস্তফা আনোয়ার সাহেবের উৎসাহ ও তাগিদেই প্রবন্ধটি বইয়ের আকারে রূপ নিয়েছে। এজন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিসরের সংক্ষিপ্ততার কারণে বিভিন্ন তত্ত্বের পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ দেয়া সম্ভব হয়নি বলে কিছু কিছু বিষয় হয়তো অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে।

পূর্বাহ্নেই একটি বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন যে, যেসব দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেসব তত্ত্বগুলোর সব কয়টি যে ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যা এমন নয়। কিন্তু ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক সব কয়টি প্রধান তত্ত্বই যে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করছে তা-ই শুধু

www.pathagar.com

দেখানো হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন কোন ইতিহাস-তত্ত্বের বিস্তারিত দিক পরিহার করে শুধু মূল প্রক্রিয়াগত দিকটাই ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণের জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পূর্বাহ্নেই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা বর্তমান আলোচনায় 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি' শব্দদুটোকে সমার্থক ও সমন্বিত অর্থে ব্যবহার করেছি। 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতির' মধ্যে যে পারিভাষিক ও প্রায়োগিক পার্থক্য রয়েছে এ সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার্থে 'সভ্যতাকে' ব্যাপক অর্থে বিবেচনা করে 'সংস্কৃতিকে' এর অঙ্গীভূত করা হয়েছে। অথবা বলা যায় বর্তমান পুস্তকে ব্যবহৃত 'সভ্যতা' পরিভাষাটি 'সংস্কৃত সমেত সভ্যতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা 'সভ্যতা—সংস্কৃতি' এ মিশ্র পরিভাষাটি ব্যবহার করেছি যাতে করে 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি' পরিভাষা দুটোর অর্থ ও তাৎপর্য একই সঙ্গে বুঝানো সম্ভব হয়।

বর্তমান আলোচনাটি ক্ষুদ্র হলেও একটি মৌলিক প্রয়াস। এ প্রয়াস কতটুকু সফল হয়েছে তা চিন্তাশীল পাঠক ও বুদ্ধিজীবীগণ বিচার করে দেখবেন।

সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু কিছু ত্রুটি থাকাটা অসম্ভব নয়। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন॥

আহমদ আবদুল কাদের
অর্থনীতি বিভাগ
আদর্শ কলেজ, ঢাকা

২রা জানুয়ারী
১৯৮৫

www.pathagar.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
* সভ্যতা — — — —	১
বিজয়ী সভ্যতা — — — —	৩
আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ — —	৪
বস্তুবাদী সভ্যতা — — — —	৫
* পতনের দ্বারপ্রান্তে আজকের সভ্যতা —	৯
সভ্যতার গতির সূত্র — — —	১০
হেগেলীয় তত্ত্ব — — — —	১৮
মার্ক্সীয় তত্ত্ব — — — —	১৯
চক্র তত্ত্ব — — — —	২০
নৈতিকতাবাদী তত্ত্ব — — —	২২
* সভ্যতার উত্থান পতনে আল কোরআনের দর্শন	২৩
সভ্যতা টিকে থাকার নীতিমালা — —	৩৭
পতনশীল সভ্যতার পতনের কারণ ও লক্ষণসমূহ —	৩৯
পতনশীল সভ্যতার পতনের পটভূমিতে কাদের উত্থান ঘটবে	৪৬
আলকোরআনের ইতিহাস দর্শনের আলোকে বর্তমান সভ্যতা	৫০
* পতন অনিবার্য — — —	৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পতনের বেলাভূমিতে বস্তুবাদী সভ্যতা

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতাটি পৃথিবীর সার্বিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। গোটা পৃথিবী এর দোর্দণ্ড প্রতাপ, জৌলুশ আর চাকচিক্যে আচ্ছন্ন। এর আপাত নিখুঁত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এর চিরস্থায়িত্ব কল্পনা করছে হয়তো কেউ কেউ। বস্তুতঃ এমনি একটি সর্বগ্রাসী সভ্যতার পতনের চিন্তা করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। তাই বর্তমান আলোচনার পরিসরে আমরা আধুনিক সভ্যতাটির সঠিকরূপ, অবস্থা ও গতিপথ বিশ্লেষণ করে দেখবো, যাতে করে এর ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা যুক্তিসিদ্ধ পূর্বানুমান করা যেতে পারে। সভ্যতাটির গতিপথ সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আলোচনার প্রারম্ভেই সভ্যতা-সংশ্লিষ্ট কতিপয় ধারণার (Concept) উপর আলোকপাত করা হবে।

সভ্যতা

বাংলা ভাষায় 'সভ্যতা' শব্দটি Civilization শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'Civilization' শব্দটি ১৯ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই আধুনিক পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সভ্যতা (Civilization) ও সংস্কৃতি (Culture) শব্দ দুটোকে সমার্থকরূপে গণ্য করা হয়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দ দু'টো পৃথক পৃথক (অথচ সম্পর্কযুক্ত) অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বর্তমান আলোচনায় অবশ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দ দুটোকে সমার্থকরূপেই ব্যবহার করা হবে।

সভ্যতা সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রেখেছেন। এ সমস্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধানত দুধরনের ধারণা প্রচলিত রয়েছে—সার্বজনীন ধারণা ও আপেক্ষিক ধারণা।

সভ্যতার সার্বজনীন ধারণা

সভ্যতার সার্বজনীন ধারণার প্রবক্তাগণ মনে করেন যে সভ্যতা-সংস্কৃতি হচ্ছে মানবজাতির সামাজিক উত্তরাধিকারের সামগ্রিকরূপ। তাদের মতে ব্যাপক অর্থে সভ্যতা-সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জটিল সামগ্রিক বিষয় যার

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চিন্তা ও বিশ্বাস, জ্ঞান ও শিল্পকলা, নৈতিকতা ও আইনকানুন, নিয়মনীতি ও প্রথা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে একজন ব্যক্তি মানুষ যে সমস্ত যোগ্যতাও অভ্যাস অর্জন করে থাকে তার সবকিছুই। প্রখ্যাত বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ ইবি টেলরের ভাষায়—"Culture or Civilization' taken in its wide ethnographic sense,is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits aquired by a man as a member of society."

সভ্যতার সার্বজনীন মতবাদীরা মনে করেন যে সভ্যতা সংস্কৃতি গোটা মানবজাতির উত্তরাধিকার এবং তাই স্বাভাবিক ভাবেই একটি সাধারণ সভ্যতা সংস্কৃতির (Common culture) অস্তিত্ব সম্ভব।

সভ্যতার বহুত্ববাদী বা আপেক্ষিকতাবাদী ধারণা

যারা সভ্যতা-সংস্কৃতির বহুত্ববাদী ও আপেক্ষিকতাবাদী মতের ধারক তারা মনে করেন যে সভ্যতা-সংস্কৃতি হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত একটি ব্যবস্থা, জীবন যাপনের একটি রূপ যার অংশীদার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যগণ। বহুত্ববাদী সমাজতত্ত্ববিদ Clyde kluckhohn এবং WH Kelly এর ভাষায়—

"A Culture is an historically derived system of.....design for living which tends to be shared by.....members of a group.

এ ধারণার প্রবক্তাগণের মতে সভ্যতা-সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সভ্যতার কোন সাধারণ রূপ তারা স্বীকার করেন না।

দু'মতের সমন্বয়

"সমগ্র মানুষের জন্য একটি সভ্যতা সংস্কৃতি" না "ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতি"—এ বিতর্কের মীমাংসা অতি সহজেই সম্ভব যদি আমরা সভ্যতার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি। একটি সভ্যতার দুটো প্রধান দিক থাকে (ক) বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত দিক এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক দিক (ক) সাংস্কৃতিক বা অবস্তুগত দিক।

বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত দিকটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পকারখানা, উৎপাদন বৃদ্ধি

www.pathagar.com

ইত্যাদি। সভ্যতার এ দিকটি নিঃসন্দেহে সার্বজনীন এবং গোটা মানবজাতি এর উত্তরাধিকার। সাধারণভাবে সভ্যতার বস্তুগত প্রযুক্তিগত-দিকটির গতি ঊর্ধ্বমুখী এবং তাই পূর্বের চেয়ে পরবর্তী অবস্থা অধিকতর উন্নত।

সভ্যতার সাংস্কৃতিক দিকটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানুষের আদর্শিক চেতনা চিন্তাধারা বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, আচার আচরণ, নৈতিকতা আইনকানুন ও প্রথা, শিল্পকলা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ ইত্যাদি। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে সভ্যতার সাংস্কৃতিক দিকটি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন রকম। এক এক জাতি বা মানব গোষ্ঠীর জন্য এক এক ধরনের সাংস্কৃতিক বোধ ও ব্যবস্থা রয়েছে। সব জাতির জন্য সাধারণ সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনেকটা অবাস্তব। সভ্যতার এ সাংস্কৃতিক ও অবস্তুগত দিকটিতে উন্নয়নের গতি এক রৈখিক নয়—সরলরৈখিক বিবর্তন এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই পরের অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে উন্নত ও কল্যাণকর হবে এক্ষেত্রে এমন কথা নেই।

গভীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সভ্যতার-সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক বা অবস্তুগত দিকটাই সভ্যতার আসল নির্যাস। দুটো সভ্যতার মধ্যে পৃথকীকরণ বা পার্থক্যকরণ সাধারণতঃ এ দিকটির ভিত্তিতেই করা হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সভ্যতার সার্বজনীন ধারণাটি প্রথম ক্ষেত্রেই সম্ভব আর দ্বিতীয় দিকটিকে সভ্যতা বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এক্ষেত্রে সার্বজনীন ধারণার বাস্তবতা নেই। সভ্যতার উপরোক্ত দুটো দিকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যটা এড়িয়ে গেলেই সাধারণীকরণ ও বিশেষীকরণের মধ্যে বিরোধ ও বিতর্ক সৃষ্টি হবে।

বিজয়ী সভ্যতা

পৃথিবীতে একাধিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু একই সময়ে পৃথিবীতে সাধারণতঃ একটি সভ্যতাই বিজয় ও প্রাধান্য অর্জন করে থাকে। বিজয়ী বা নেতৃত্বদানকারী সভ্যতাটি—সমকালীন পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উপর সমকালীন বিজয়ী সভ্যতার প্রভাব অনস্বীকার্য। অপরপক্ষে যেসব সভ্যতা সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি লালন করে সেগুলো প্রাধান্য অর্জনকারী সভ্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোনঠাসা ও অবদমিত হয়ে পড়ে। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে হয়তো কোন সভ্যতা সংস্কৃতি

www.pathagar.com

টিকে থাকে কিন্তু বিশ্ব ব্যবস্থায় তার প্রভাব থাকে নেহায়েতই অনুল্লেখযোগ্য। বাস্তব দুনিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিষয়াদী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী সভ্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন কি সভ্যতা বলতে তখন বিজয়ী সভ্যতাটিকে বুঝানো হয়। তাকেই লোকেরা উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি বিবেচনা করে। সব জাতির মধ্যে সবাই কমবেশী ঐ সভ্যতার অনুসরণ করতে ও তার থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করে থাকে। সাধারণতঃ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ঐ সভ্যতার ধারকবাহকদের হাতে কুক্ষিগত থাকে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তারা হয়ে পড়ে সবচেয়ে অগ্রসর। লোকেরা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক সভ্যতার ধারকদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পৃথিবীর নেতৃত্ব-কর্তৃত্বও তাদের হাতে এসে যায়। বিশ্বব্যবস্থার তারা হয় পরিচালক। মূলতঃ সমসাময়িক দুনিয়ার তাবত বিষয়াবলী বিজয়ী সভ্যতাটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করতলগত হয়ে যায় অথবা অবদমিত বা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজিত সভ্যতাগুলোর অস্তিত্ব সাংস্কৃতিক ও নিজস্ব সংকীর্ণ পরিমণ্ডলেই শুধু বিদ্যমান থাকে এমনকি অনেকক্ষেত্রে তাও থাকে না। বরং বিজয়ী সভ্যতার রঙ্গে গোটা জীবনই রঞ্জিত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এ সত্যটিই আমাদের সামনে তুলে ধরছে। এ পর্যন্তকার জানা ২৭টি সভ্যতার উত্থান পতনের ইতিহাস তাই আমাদের বলছে।

আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষ শুরু হয় মুসলিম সভ্যতার পতনের পটভূমিতে। এগার শতকের শেষার্ধে মুসলিম শক্তির সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তির ক্রুসেডের ফলশ্রুতিতে ইউরোপীয় জাগরণ শুরু হয়। দ্বাদশ শতকে ইতালীতে মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এক-দিকে মুসলিম শক্তি পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো অন্যদিকে প্রথমে ইতালিতে এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র ইউরোপে জাগরণ আসতে শুরু করে। একটির পতন আর একটি উন্মেষ। আধুনিক সভ্যতাকে রেনেসাঁর ফল বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁস মূলতঃ প্রাচীন রোমান-গ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতিরই নবজাগরণ, নতুন রূপ। ১৪ শ শতকের কবি পণ্ডিত পেত্রাকের মতে (petrach) রোমীয় যুগ থেকে পরবর্তী এক

www.pathagar.com

হাজার বছর পর্যন্ত ইউরোপের জন্য এক অন্ধকার যুগ (age of darkness)। তাই তিনি পুরাতন রোমীয় ঐতিহ্যকে উদ্ভাসিত করতে হবে, বিস্মৃতিকে জাগাতে হবে (This slumber of forgetfullness would be dispelled)- এ স্লোগান নিয়ে এগিয়ে আসেন। অতীতের অর্থাৎ গ্রীক-রোমের আলোক-বর্তিকায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবার উদাত্ত আহবান জানান পেত্রার্ক ("to walk forward in the radiance of the past.)। ১৪ ও ১৫ শতকের মানবতাবাদী (Humanist) চিন্তানায়কগণ মনে করতে থাকেন যে পাশ্চাত্যের উন্নতি নির্ভর করছে অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরনের উপর (Improvement depends on revival of classical learning)। মিসলেটের (Michelet) মতে রেনেসাঁ হচ্ছে মধ্যযুগের নিরঙ্কুশ বিপরীত ধারা (absolute antithesis of middle ages)। ১২ ও ১৩ শতকে রোমান আইনের পুনঃপ্রবর্তন, অতীত কাব্যের বিকাশ, গ্রীক বিজ্ঞান, ভাষা ও ছন্দের জাগরণ ইউরোপীয় রেঁনেসাসের গতি সঞ্চার করে। রোম-গ্রীক ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা বস্তুবাদী চিন্তাদর্শন, বুদ্ধির চর্চা ইত্যাদি মিলিয়ে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। নৈতিকতার বন্ধন থেকে রাজনৈতিক আচরণের পৃথকীকরণ, জাতীয়তাবাদের বিকাশ ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতম উপাদান। ১৯ শতকে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভূতপূর্ব বিকাশ আধুনিক সভ্যতাকে পূর্ণতা দান করে এবং তার সমৃদ্ধিকে অপ্রতিহত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ১৯ শতকের শেষার্ধে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতা সারা দুনিয়ায় সর্বগ্রাসী ও বিজয়ী সভ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বস্তুবাদী সভ্যতা

বর্তমান সভ্যতাকে বস্তুবাদী সভ্যতা বলা হয়। কারণ, এ সভ্যতার মূলে অনেকগুলো উপাদান থাকলেও এর প্রাণ সত্ত্বা (essence) হচ্ছে বস্তুবাদ বা জড়বাদ। জড়বাদীদের মতে জড় বা বস্তুই হচ্ছে বিশ্বের আদিম অস্তিত্ব। জড়ই হচ্ছে চরম এবং পরম। জড়ের ক্রিয়া বিক্রিয়া ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান জগত ও জীবনের আবির্ভাব। কোন অতি-প্রাকৃতিক সত্ত্বার অস্তিত্ব মেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই। তাই কোন উদ্দেশ্য-বাদের প্রেক্ষিতে জীবন ও জগতের বিশ্লেষণ (Telological interpretation) অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই মানুষের

www.pathagar.com

চলার পথের একমাত্র দিক নির্দেশিকা। কোন ঐশী পথ নির্দেশ (Divine guidance) এক্ষেত্রে অবান্তর ও অসম্ভব। বস্তুগত উন্নতি ও বৈষয়িক উপযোগীতাই হচ্ছে সভ্যতার চালিকা শক্তি। সভ্যতার মৌল উদ্দেশ্যও তাই। সমাজের বিকাশও এ প্রয়োজনেই। মহত্তর কোন লক্ষ্যপানে পরিচালিত নয় মানব সমাজ ও সভ্যতা।···এ দৃষ্টি ভঙ্গি ও দর্শনই হচ্ছে বস্তুবাদের মূল কথা এবং বর্তমান সভ্যতার মূল নির্যাস ও এটাই। যদিও বিস্তারিত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বর্তমান সভ্যতা বিনির্মাণের পেছনে বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও কার্যকারণ কাজ করেছে, তবু বর্তমান সভ্যতার উন্মেষ, গঠন ও বিকাশ প্রতিটি পর্যায়ে বস্তুবাদই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

বর্তমান সভ্যতাকে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফল বলা হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে ইয়োরোপে যে জাগরণ আসে তার ভিত্তি ছিলো মূলতঃ গ্রীক-রোমীয় দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর। কাজেই ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ তথা বর্তমান সভ্যতা পুরানো গ্রীক ও রোমান সভ্যতারই পুনর্জাগরণ। গ্রীক-রোমান দর্শন ও সংস্কৃতির মৌল কাঠামোর ওপরই আধুনিক সভ্যতার উপরি কাঠামো নির্মিত হয়েছে।

বর্তমান সভ্যতার উন্মেষ পর্বে বিজ্ঞান সাধনা ও খৃষ্টীয় চার্চের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব ছিল অনাকাঙ্খিত ও অপ্রয়োজনীয়। তবু তথা-কথিত 'ধর্মীয় শ্রেণীর' গোড়ামী অন্ধত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বিজ্ঞান সাধনার ধারকদেরকে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মবাদ তথা ধর্মবোধের বিপরীতে জড়বাদকে তাদের দার্শনিক বিকল্প গ্রহণ করতে প্ররোচিত, উদ্বুদ্ধ এমন কি বাধ্যও করেছে। তদানীন্তন বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞান সাধকদের জড়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়া কোন বিজ্ঞান সাধনার ফল নয় বরং বিজ্ঞান ও চার্চের মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত এক ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। মোট কথা, যে ভাবেই হউক না কেন বর্তমান সভ্যতা আগাগোড়া জড়বাদী সভ্যতায় পরিণত হয়েছে।

বস্তুবাদী সভ্যতার প্রধান দুটো স্তর

কোন সভ্যতাই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে চলে না। অনেক চড়াই উৎরাই ও পর্যায় অতিক্রম করে সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। যে কোন

www.pathagar.com

সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সভ্যতাটিকে কয়েকটি স্তরে বা পর্যায়ে ভাগ করা সম্ভব। বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। আধুনিক সভ্যতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে তার অনেক গুলো পর্যায়ই পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান পরিসরে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করে বর্তমান সভ্যতার প্রধান দুটো স্তরের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। এ প্রধান দুটো স্তর হচ্ছে পুঁজিবাদী স্তর ও সমাজতান্ত্রিক স্তর।

পুঁজিবাদী স্তর

বস্তুবাদী সভ্যতার প্রথম স্তর হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ প্রথম দিকে একটা অর্থনৈতিক ভাবধারা ও পদ্ধতি হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে বস্তুবাদী দর্শনের সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এর বিকাশ দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ হয়। ফলে পুঁজিবাদ সংকীর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে না থেকে একটি সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদ বস্তুবাদের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যায় আবার জড়বাদের ভয়াবহ ও কুৎসিত দার্শনিক কংকাল পুঁজিবাদী পোশাকের আড়ালে সুশোভিত হয়ে উঠে। মূল কথা জড়বাদ ও পুঁজিবাদ একাত্ম হয়ে একটা জীবন্ত ও গতিশীল সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়।

পুঁজিবাদ বিকাশের শতাব্দী কালের মধ্যেই কিন্তু তার মানবতা বিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হতে শুরু করে। তার আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য ও গোঁজামিল প্রকাশ হতে থাকে। বস্তুবাদী সভ্যতার পুঁজিবাদী স্তরে মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও অবমাননার সীমা থাকে না। একদিকে মাত্র গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ স্তূপীকৃত হওয়া এবং অন্যদিকে সমাজের অধিকাংশ মানুষের মানবেতর জীবন যাপন পুঁজিবাদের অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। আর্তমানবতার হাহাকারে সভ্যতার গোটা অবয়বটাই কেঁপে উঠে। এই অবস্থা থেকে মানবতাকে মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদ ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে যাতে জড়বাদী সভ্যতাটিও ধ্বংস না হয়ে যায় তার জন্য বিকল্প ভাবনা শুরু হয়।

সমাজতান্ত্রিক স্তর

আর এ প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। সমাজতন্ত্র মূলতঃ পুঁজিবাদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকল্পে একটি

www.pathagar.com

তাত্ত্বিক হাতিয়ার রূপেই রচিত হয়। সমাজতন্ত্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বাভাবিক কোন পর্যায় নয় (মার্ক্সবাদীরা যেমন মনে করে থাকেন) বরং একটা পতনোন্মুখ সভ্যতাকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য 'রচনা করা' একটা তন্ত্রমাত্র। পরবর্তী সময়ে তাকে সভ্যতা হিসেবে রূপায়নের চেষ্টা করা হয়।

সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (dialetic materialism) এবং পুঁজিবাদের ভিত্তি হচ্ছে স্থূল বস্তুবাদ (vulgar materialism) ও যান্ত্রিক বস্তুবাদ (mechanistic materialism)। মূলতঃ সভ্যতাকে আরো স্থায়ী ও গতিশীল করার জন্য বস্তুবাদের স্থূল ও যান্ত্রিক ধারণাও ব্যাখ্যা পরিহার করে বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা দেয়ার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে সমাজতন্ত্র। তাই আভ্যন্তরীণ বিচারে (intracivilisation) সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের বিকল্প হলেও ইতিহাসগতভাবে পুঁজিবাদের পরিপূরক স্তর (Complimentary) এবং গোটা বস্তুবাদী সভ্যতার সম্পূরক (Supplimentary) ব্যবস্থা মাত্র। এই জন্যেই সমাজতন্ত্রকে বস্তুবাদী সভ্যতার সম্পূরক স্তরও * (suplimentary stage) বলা যেতে পারে।

---

* সম্পূরক স্তর

একটি সভ্যতার সম্পূরক স্তর বলতে আমরা ঐ স্তরকে বুঝাচ্ছি যে স্তরটি মূল স্তরের ব্যর্থতাজনিত কারণ থেকে সৃষ্ট। সম্পূরক স্তরটি সর্বদাই সভ্যতার মৌল কাঠামোর ভেতরেই জন্মলাভ করে সেই সভ্যতারই উন্নত অংশ হিসেবে। সম্পূরক স্তরটি সভ্যতার আভ্যন্তরীণ ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। এ স্তরটি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সংশোধনেরও প্রয়াস চালায়। নিজেদেরকে অনেক সময় স্বতন্ত্র সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতা বলে দাবী করে। মূলতঃ বাস্তবক্ষেত্রে তা সঠিক নয়। সভ্যতার বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ঐ তথাকথিত নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থাটি স্বতন্ত্র কোন সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক নয় বরং মূল সভ্যতারই পরিশিষ্ট মাত্র। সেই স্তরটি মূল সভ্যতাটির পূর্ণতাদান ও বিকাশ সাধনকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী হয়। তাই তাদের নিজেদের অস্তিত্ব সভ্যতার মূল অংশের অস্তিত্বের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কেননা পদ্ধতিগত ও গৌণ দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য থাকেনা। অবশ্য সম্পূরক স্তরের আবেদনটা অনেক সময় বৈপ্লবিক ধরনের হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

পতনের দ্বারপ্রান্তে আজকের সভ্যতা

পতনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে আজকের বস্তুবাদী সভ্যতা। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি এ জৌলুশপূর্ণ চমক সৃষ্টিকারী সভ্যতাটির জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসছে? আসুন পর্যালোচনা করে দেখি প্রকৃত পক্ষেই কি বর্তমান বিজয়ী সভ্যতাটির মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠেছে? বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ও সূত্র প্রয়োগে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতাটির পতনের সম্ভাব্যতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখবো। অবশ্য এ বিশ্লেষণ হবে অতি সংক্ষিপ্ত।

বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর পতনের নিশ্চয়তা দেয়

বিশ্বের সব কিছুই গতিশীল। সমাজ সভ্যতার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। বিকাশ ধর্মী কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ বিকাশই সে বিষয়ের অন্তর্নিহিত দাবী। সে স্তরে উপনীত হবার পর নতুন করে তার বিকাশের আর কোন সুযোগ বা সম্ভাব্যতা সাধারণতঃ থাকেনা। বড় জোর অন্তর্নিহিত সামগ্রিক সম্ভাবনার চূড়ান্ত বিকাশের জন্য কিছুটা অবকাশ লাভ করতে পারে। সেই অবকাশ-কালটিকে আমরা কোন সভ্যতার সম্পূরক স্তর (Suplimentary stage) বলে আখ্যায়িত করেছি।

বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতাটির পূর্ব-বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে চলতি সভ্যতাটি তার বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বর্তমানে সম্পূরক স্তরে উপনীত হয়েছে। একটি সভ্যতা সম্পূরক স্তরে উপনীত হওয়ার অর্থই হচ্ছে সভ্যতাটি ইতিমধ্যেই পূর্ণত্ব লাভ করেছে—পরিপক্কতা অর্জন করেছে। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী স্পেংলার এ কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—Western civilization has already passed through its mature and creative stage. কাজেই বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতাটি ইতিহাসে যে ভূমিকা পালন করার তা সম্পাদন করেছে। এখন তার প্রৌঢ়ত্ব এসে গেছে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে এবার বিদায় নেবার পালা—"Future is to decline"-(spenglar)। সম্পূরক স্তরটি শুধু তার অস্তিত্ব আরো কিছু দিন টিকিয়ে রাখার জন্য। তার মধ্যে যদি আরো কিছু

www.pathagar.com

দেবার ক্ষমতা থাকে তো তার বিকাশের সর্বশেষ সুযোগ দেয়ার জন্যই সম্পূরক স্তরের আবির্ভাব। মোট কথা সম্পূরক স্তরে এসে নির্দিষ্ট সভ্যতাটির সাবিক বিকাশ চূড়ান্ত হয় এবং এরপর তার বিকাশের আর কোন সুযোগ থাকে না— পতনের গভীর অতলান্তেই এর ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ধ্বংসের অমানিশার কালো কফিনে আচ্ছাদিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে এসে এমনি এক করুণ পরিণতিই অপেক্ষা করছে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতাটির ভাগ্যে।

সভ্যতার গতির সূত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও পতনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটি সভ্যতার বিকাশ বা পতনের গতি নির্ভর করছে প্রধাণতঃ পাঁচটি উপাদান বা চলকের (variables) উপর। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১) সভ্যতার কালগত মাত্রা
২) আভ্যন্তরীণ সংহতি
৩) ক্রমবর্ধমান মানবিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য
৪) বহির্বিরোধ
৫) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ব্যবহার।

কালগত মাত্রা ঃ এপর্যন্তকার মানব জাতির ইতিহাস বলছে যে পৃথিবীর কোন সভ্যতাই চিরস্থায়ী হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। একটি সভ্যতার উন্মেষ ঘটে, বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে পরিপক্কতা লাভ করে। আর এ বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় কালিক মাত্রার (time-period)।

তাই সভ্যতাটির বিকাশ আর কত হবে তা নির্ভর করছে বর্তমানে তার বয়স কত, কত সময় ধরে আলোচ্য সভ্যতাটি বিজয়ী সভ্যতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার উপর। যদি দীর্ঘদিন ধরে সভ্যতাটি প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকে তবে স্বাভাবিক ভাবেই তার বিকাশ প্রক্রিয়া পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে সময়ের ব্যবধানে পথ পরিক্রমায় 'ইতিহাস'

www.pathagar.com

হয়ে পড়বে ক্লান্ত শ্রান্ত। আর যখন ক্লান্তি-শ্রান্তি 'ইতিহাসকে' ঘিরে ধরবে, তার চলার ক্ষমতা ফুরিয়ে আসবে—নিঃশেষ হয়ে যাবে বিকাশের শক্তি তখন তার পতনের সম্ভাবনাও দ্রুত হবে। আরনল্ড টয়েনবির ভাষায়—"The decline of civilization was a process of exhaustion"—সভ্যতার পতন মূলতঃ একটি ক্ষয় প্রক্রিয়া। এই ক্ষয় প্রক্রিয়া সময়ের একটি পর্যায়ে অতিদ্রুত হবে। তাই সভ্যতাটি যদি নবীন হয় বা তা উন্মেষ পর্যায়ে থাকে তবে তার মধ্যে থাকবে প্রাণ প্রাচুর্য, কর্মচাঞ্চল্য উদ্দামতা ও এগিয়ে যাবার তীব্র তাড়না। কাজেই এ স্তরে অবস্থানরত সভ্যতাটির স্থায়ীত্ব যে বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক। আবার যদি বয়সের ভারে সভ্যতাটি তার বিকাশপর্ব শেষ করে নেতিয়ে পড়ে থাকে, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তার চলার শক্তি সামর্থ্য তাহলে তার পতনের সময় যে আর দেরী নেই এটাতো স্পষ্ট। অতএব সভ্যতার বিকাশ অথবা পতনে সময়ের গুরুত্ব অনেক বেশী। সভ্যতাটির উপর দিয়ে সময়ের প্রবাহ যদি কম হয়ে থাকে তবে তার গতি হবে বিকাশমুখী অর্থাৎ তার স্থায়ীত্ব হবে দীর্ঘতর। অন্যদিকে বয়স যদি তার অনেক বেশী হয়ে থাকে তা হলে পতনের আগমনী সুর শোনা যাবে অচিরেই। কাজেই একটি সভ্যতার বিকাশ ও পতনে কালিক মাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সময়ের পর্যায় নিরুপণের মাধ্যমে একটি সভ্যতার বিকাশের গতি ও পতনের সম্ভাব্যতা অনুমান করা যায় সহজেই।

সংহতি ঃ সভ্যতা-সংস্কৃতি হচ্ছে একটি সামাজিক প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ (Socio-natural phenomenon)। ইতিহাস পরিক্রমায় তা হয় পরিদৃশ্যমান। ইতিহাস তার বাহন। এ স্থবির (Static) কোন বিষয় নয় বরং এক গতিশীল প্রক্রিয়া। এ গতির অন্তর্নিহিত সত্তায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে দুধরনের শক্তি—কেন্দ্রাভিগ (Centripetal) ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal forces)। সভ্যতার কেন্দ্রাভিগ শক্তি বলতে আমরা ঐ সমস্ত শক্তিপুঞ্জকে বুঝি যা সভ্যতাটিকে তার নিজস্ব কাঠামোতে ধরে রাখে, এর সংহতি রক্ষা করে এবং এর কাঠামোগত স্থিতিশীলতা এনে দেয়। মূলতঃ যে সমস্ত উপাদান ও শক্তিপুঞ্জ সভ্যতার সংহতি রক্ষার অনুকুল তাই হচ্ছে এর কেন্দ্রাভিগ শক্তি। আর কেন্দ্রাতিগ শক্তি হচ্ছে ঐ সমস্ত উপাদান যেগুলো সভ্যতাটিকে অস্থিতিশীল করতে চায়—চায় তাকে নিজস্ব কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। এরই

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় সভ্যতারূপ দেহে নানা ধরনের বিরোধ ও অসংগতি। বিশ্লিষ্টতা বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টিতে কেন্দ্রাতিগ শক্তি সদা ক্রিয়াশীল।

যে কোন সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সংহতি একান্ত প্রয়োজন এবং সূচনা পর্বে কেন্দ্রাভিগ শক্তির প্রাবল্যের কারণে সংহতির মাত্রাও থাকে অধিক। যতদিন পর্যন্ত সংহতি রক্ষাকারী উপাদান সমূহ ক্রিয়াশীল থাকে ততদিন পর্যন্ত সভ্যতাটি বিকাশের পথে দ্রুত এগুতে থাকে। যে সমস্ত আদর্শিক চিন্তা, উপাদান ও গোষ্ঠী নিয়ে সভ্যতাটি গড়ে উঠে সেগুলোর মধ্যে যদি বিরোধের চেয়ে সংহতির মাত্রা বেশী থাকে, যদি এগুলোর কেন্দ্রাভিগ শক্তি নানা কারণে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তির চেয়ে বেশী হয় তাহলে সভ্যতার স্থায়িত্ব হয় অনেক বেশী।

কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত হয়তো এ অবস্থা চলতে পারে না। ভিতরের বা বাইরের অথবা উভয় কারণেই সৃষ্টি হতে থাকে কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রাবল্য, মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বিরোধগুলো তখন কেন্দ্রাতিগ শক্তি ছাড়িয়ে যায় এর কেন্দ্রাভিগ শক্তিকে, সৃষ্টি হয় আভ্যন্তরীণ বিরোধ, অভাব ঘটে সংহতির ফলে সভ্যতাটির বিকাশ যায় থেমে এবং পরিণামে পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে দ্রুত। শেষ পর্যন্ত নৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক—যাবতীয় বিষয়ে সংহতির অভাব এবং বিরোধ ও দ্বন্দ্বের প্রাবল্য সভ্যতাটিকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

অতএব বলা যায়, আভ্যন্তরীণ সংহতি বেশী থাকলে স্থায়ীত্বের মেয়াদ বেশী হবে আর সংহতি কম থাকলে বা সংহতি হ্রাস পেতে থাকলে তার স্থায়িত্বের সময় কালও কমে আসে।

মানবিক চাহিদা পূরণ ঃ সভ্যতা মানুষকে নিয়ে এবং মানুষের জন্য। মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্র ও উপায় হিসেবে একটি সভ্যতা গড়ে উঠে। একটি সভ্যতাকে বিকাশ লাভ করতে হলে, টিকে থাকতে হলে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অবশ্যই তাকে পূরণ করতে হবে। এ চাহিদা বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয়ই। যে কোন সভ্যতাই তার উন্মেষ পর্বে মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। মানুষ অনেকটা জৈবিক ও মানবিক প্রয়োজনে সে সভ্যতা বিনির্মাণে ব্রতী

www.pathagar.com

হয়। উন্নত জীবনের স্বপ্ন, প্রচলিত সমস্যার সমাধান ইত্যাদি খুঁজে পায় বিকাশমান সভ্যতার মধ্যে। যতদিন পর্যন্ত সভ্যতাটি মানুষের জৈবিক, আত্মিক ও মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে সক্ষম ততদিন পর্যন্ত মানুষ তার প্রতি থাকে পরিতৃপ্ত, আশাবাদী ও উৎসাহী এবং ফলশ্রুতিতে সভ্যতাটির স্থায়িত্ব হয় দীর্ঘ। আর যখনই চাহিদা পূরণে সভ্যতাটি উপর্যুপরি ব্যর্থ হয় তখনই হতাশাও নেতিবাচক মনোভাব দেখা দেয়—শুরু হয় বিকল্প চিন্তা, প্রথমে সভ্যতার কাঠামোতে, পরে কাঠামোর বাইরে। ফলশ্রুতিতে প্রচলিত সভ্যতার গতি থেমে যায়, আভ্যন্তরীন সংহতি হয় বিনষ্ট, জন্মলাভ করে নিত্য নতুন বিরোধ ও সমস্যা—পতনের সম্ভাবনা দেখা দেয় দ্রুত। কাজেই দেখা যাচ্ছে মানবিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের সামর্থ্য একটি সভ্যতা টিকে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

বহির্বিরোধ ঃ পৃথিবীটা প্রতিযোগিতার স্থান, যোগ্যতমের টিকে থাকার ক্ষেত্র। এখানে সবসময় চলছে দ্বন্দ্ব সংঘাত ও প্রতিযোগিতা। একটি সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। প্রচলিত সভ্যতাটি সংঘাত সংঘর্ষের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছে। আর টিকে থাকতে হলেও প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই টিকে থাকতে হবে। সর্বদাই দেখা গেছে যে, যে ধরনের সভ্যতাই বিজয়ী হোকনা কেন তার বিরুদ্ধবাদী শক্তির অস্তিত্ব থাকবেই। সেই শক্তি নিত্য চেষ্টা করবে, চলতি সভ্যতার পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বহির্বিরোধ। এই বিরোধের মাত্রা নির্ভর করছে বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে কত তীব্রভাবে শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে এবং সভ্যতাটির উৎখাতকামী শক্তির আদর্শিক ভিত্তি কত ব্যাপক ও শক্তিশালী। বহির্বিরোধ যদি বেশী হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে বর্তমান সভ্যতার আয়ু কমে আসবে আর বহির্বিরোধ কমহলে বর্তমান সভ্যতার টিকে থাকার সম্ভাবনা হবে অনেক বেশী।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঃ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন একটি সভ্যতার সার্বজনীন দিক। গোটা মানব জাতি তার উত্তরাধিকার। তাই প্রযুক্তির দিক থেকে যদি সভ্যতাটি প্রাগ্রসর হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সভ্যতাটির টিকে থাকার ক্ষমতা অধিক হবে। আর এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দিলে এর শক্তি ভারসাম্যও বিনষ্ট হবে, স্থায়িত্ব হয়ে পড়বে দুর্বল। অবশ্য প্রযুক্তি

www.pathagar.com

উন্নয়নই যথেষ্ট নয় বরং তার যথাযথ ব্যবহার ও স্থায়িত্বের অন্যতম শর্ত। উন্নয়ন যত বেশীই হোকনা কেন এর ব্যবহার যদি ধ্বংসাত্মক কাজে হয় তাহলে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সভ্যতার স্থায়িত্বের চেয়ে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে দ্রুত। তাই বলা যায় সভ্যতার স্থায়িত্বের অন্যতম চলক হচ্ছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও তার ইতিবাচক ব্যবহার।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে সভ্যতার মাত্রা, সংহতি, গতি ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করছে কালগত মাত্রা, চাহিদা পূরণের সামর্থ্য, বহির্বিরোধ ও প্রযুক্তির উপরে। সভ্যতার সঙ্গে চলকগুলোর সম্পর্ক গানিতিক ভাবেও দেখানো যেতে পারে ঃ

$$C_t = f(p_t, I_t, N_t, E_t, T_t)$$

এখানে, C = সভ্যতা (Civilization)

P = কালগতমাত্রা (time-period)

I = সংহতি (Integrity)

N = মানবিক চাহিদা (Human needs)

E = বহির্বিরোধ (External conflict)

T = প্রযুক্তি (Technology)

t = সময় সূচক

f = সম্পর্ক নির্ধারক বা অপেক্ষক (function)

গতিসূত্রের আলোকে বর্তমান সভ্যতা

আমরা এখন গতিসূত্রের আলোকে বর্তমান সভ্যতাটিকে পর্যালোচনা করে দেখবো। বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতাটি এখন ঐতিহাসিক বিচারে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়েছে, দীর্ঘ চার শতাব্দী কালের এ সভ্যতা এখন এক প্রচণ্ড ঐতিহাসিক বিরক্তি ও একঘেয়েমিতে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সভ্যতাটির প্রৌঢ়ত্ব এসে গেছে। ইতিহাস তার অবিরত পরিক্রমায় আজকের সভ্যতার সঙ্গে অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

আভ্যন্তরীণ সংহতির প্রশ্নে বর্তমান সভ্যতা চরম আশংকাজনক অবস্থায় উপনীত। অন্তর্বিরোধ যে কত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তা প্রতিটি ব্যক্তির দিকট স্পষ্ট। সামাজিক অবক্ষয়, কাঠামোগত জটিলতা, অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা, নৈরাশ্য, পলায়নপরতা, অসম প্রতিযোগিতা, শ্রেণী সংঘাত, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবাদ, সামাজিক বৈষম্য, অত্যাচার নিষ্পেষণ, শোষণ দারিদ্র, দমননীতি, উদ্বিগ্নতা, অনৈতিকতা ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, যান্ত্রিকতা, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা, যুদ্ধসংঘাত, উচ্ছৃঙ্খলতা পরিবার ভাঙ্গন, দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা ইত্যাদি তো জড়বাদী সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এমনি অবস্থায় কোন সভ্যতার সংহতি বজায় থাকা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে চলতি সভ্যতার সংহতি আজ ধ্বসে যাচ্ছে, অন্তর্বিরোধের তীব্রতা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

বর্তমান সভ্যতাটি শুধু আভ্যন্তরীণ ভাবেই ক্ষতবিক্ষত নয় বরং বাইরের বিভিন্ন শক্তির বিশেষ করে 'ইসলামী বিপ্লব' আন্দোলন ও মুসলিম শক্তির উন্মেষ বর্তমান সভ্যতাটিকে বাইরে থেকেও আহত করছে। বিকাশমান ইসলামী শক্তির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে জড়বাদী সভ্যতা, থেমে যাচ্ছে তার অব্যাহত গতি, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তার শক্তিপুঞ্জ।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা তার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সভ্যতাটিকে সর্বগ্রাসী শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলো। কিন্তু বর্তমানে মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরনেও এ সভ্যতা ব্যর্থ। ক্ষুধা দারিদ্র অপুষ্টি, রোগের প্রাদুর্ভাব, বেকারত্ব, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব মানবজীবনকে অতিষ্ঠ ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। পৃথিবীর প্রায় দু-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও আর মিটছে না। ঐ সভ্যতা সাধারণ মানুষের জন্য বঞ্চনা লাঞ্চনা ও গঞ্জনাই ডেকে এনেছে। আত্মিক প্রয়োজন এ সভ্যতার নিকট তো অনেকটাই অস্বীকৃত। জীবনবোধ আজ অপমৃত্যুর শিকার। মানুষ আজ নিছক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তার সুকুমার বৃত্তি সমূহ বাণিজ্যিক উপকরণে পরিণত, মানবিক মর্যাদা আজ ভু-লুণ্ঠিত। মোট কথা, বর্তমান সভ্যতা উষা লগ্নে বড় বড় দাবী করলেও—সৃষ্টি

www.pathagar.com

করলেও অনেক প্রত্যাশা শেষ পরিণতিতে সাধারণ মানুষের জৈবিক ও আত্মিক চাহিদা মেটাতে এ সভ্যতা চরম ভাবে ব্যর্থ। কাজেই মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এ সভ্যতা টিকে থাকার সুযোগ নেই। প্রযুক্তিগত উন্নয়ণ এখন পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী হলেও মানবতা বিধ্বংসী পথেই তার ব্যবহার হচ্ছে সর্বাধিক। তাই প্রযুক্তির উন্নয়ন বর্তমান সভ্যতাটিকে আর ধ্বংসের হাত থেকে না বাঁচিয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সভ্যতার স্থায়ীত্ব ও গতিনির্ধারক পাঁচটি উপাদান বা চলকের মধ্যে এক প্রযুক্তি ছাড়া সবকয়টি চলক সভ্যতাটির ইতিবাচক বিকাশে সহায়ক নয়। চারটি চলকই (সময়কাল, সংহতি, বহির্বিরোধ, চাহিদা পূরণ) সভ্যতাটিকে নিম্নমুখী তথা পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি প্রযুক্তিও সভ্যতার বিকাশের জন্য আর তেমন একটা ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারছে না, কেননা, প্রযুক্তির নিছক উন্নয়ন ইতিবাচক হলেও তার ব্যবহার বর্তমান সভ্যতার স্থায়ীত্বের খুব একটা অনুকুল নয়। অতএব সভ্যতার গতিসূত্র প্রচলিত সভ্যতার অনিবার্য পতনেরই ইঙ্গিত বহন করছে।

বিষয়টিকে গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করলে নিম্নরূপ দাঁড়াবে ঃ

প্রদত্ত সূত্রে $C_t = f(P_t, I_t, N_t, E_t, T_t)$ এর P, I, N, E চারটি চলকের ফলগতমান (resultant) নেতিবাচক আর T এর মান একক ভাবে ইতি-বাচক হলেও সামগ্রিক ফলাফল নেতিবাচক বিবেচনা করা যেতে পারে।

এখন মনে করা যাক, Y সময়ে বর্তমান সভ্যতাটির বিকাশ চুড়ান্ত হবে। এ অবস্থায়

Limit of C = o

Whereas t tends to y

অথবা,

$$\lim_{t \to y} C = o$$

অর্থাৎ চলতি সভ্যতাটি Y সময়ের ভিতরে বিকাশের চুড়ান্ত স্তরে উপনীত হবে এবং এর পরই শুরু হবে তার পতন। উপরের আলোচনা থেকে এটা

www.pathagar.com

জোর দিয়েই বলা যায় যে t-y-এর মানে পৌঁছাতে আর খুব বেশী দেরী নেই। এমনকি কারো কারো মতে (যেমন—স্পেংলার, টয়েনবি) ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতাটি এ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এখন শুধু ধ্বংসেরই পালা।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে c-এর মান শূন্য হলেই অর্থাৎ সভ্যতাটি থেমে গেলেই একদিনে তা ধ্বংস হয়ে যায় না। বরং অনেক সময় একটি সভ্যতা পতন হতে হতেও শতাব্দীকাল বা তারচেয়েও অধিক সময় লেগে যেতে পারে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য।

অতএব সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতাটি তাঁর বিকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করছে এবং এ সভ্যতার পরবর্তী স্তরই হচ্ছে পতনের স্তর। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই নতুন আর একটি সভ্যতার জন্য তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

———

www.pathagar.com

বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে বর্তমান সভ্যতা

ইতিহাস সমাজ ও সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে —সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ এবং গতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিগত প্রায় দেড় দুশতক ধরে অনেক তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদ জন্মলাভ করেছে। বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন—বিভিন্ন ভাবে ইতিহাসের বিকাশকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সমস্ত তত্ত্বের আলোকেও বর্তমান সভ্যতার গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। তাহলে চলতি সভ্যতা সম্পর্কে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া আরো সহজতর হবে। ইতিহাস ও সভ্যতা সংক্রান্ত অনেক তত্ত্বেরই উদ্ভব ঘটেছে তন্মধ্যে হেগেলীয় তত্ত্ব, মার্ক্সীয় তত্ত্ব, চক্র তত্ত্ব ও নৈতিকতাবাদী তত্ত্বই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আমরা এ চারটি তত্ত্বের আলোকে অতিসংক্ষেপে বর্তমান সভ্যতার গতিধারাকে পর্যালোচনা করে দেখবো।

হেগেলীয় তত্ত্ব

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেলের ইতিহাস দর্শন একটি সাড়া জাগানো তত্ত্ব। তার মতে ইতিহাস হচ্ছে ভাবের (Idea)ই বহিঃপ্রকাশ আর এ বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার (Dialectic process) মাধ্যমে। বস্তুত হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মূলকথা হলো কোন সমাজ ব্যবস্থা (যা ভাবেরই রূপায়ন) যখন ইতিহাসের রঙ্গ মঞ্চে আবির্ভূত হয় তখন তার অভ্যন্তরেই একটা বিরোধ বা দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্ন থাকে। সময়ের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন বিরোধ বিকাশ লাভ করতে থাকে। এবং পরিণামে ইতিহাসে নতুন ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর মতে প্রচলিত ব্যবস্থাটিকে যদি অস্তি (Thesis) ধরা হয় তা হলে বিরোধী ব্যবস্থাটি হবে নাস্তি antithesis)। ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাস্তিমূলক (anti thesis) ব্যবস্থাটা প্রাধান্য বিস্তার করবে। কিছুকাল পর আবার দুটো ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ধর্মী একটি তৃতীয় ব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটে, যাকে সংশ্লেষণ (Synthesis) বলা হয়ে থাকে। মোটকথা হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মূলকথা হচ্ছে ইতিহাসের এক পর্যায়ে যে ব্যবস্থা কার্যকরী থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে এর বিপরীত ধর্মী ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে এবং তৃতীয় পর্যায়ে উভয়ের সমন্বয় ধর্মী

www.pathagar.com

ব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটে। অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি—সংশ্লেষণ (Thesis antithesis synthesis) এ প্রক্রিয়ায় ইতিহাস বিকাশ লাভ করে থাকে।

এখন যদি আমরা হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে বর্তমান সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে পুঁজিবাদ অস্তি হলে সমাজতন্ত্র হবে নাস্তিমূলক ব্যবস্থা। কিন্তু নাস্তিমূলক (antithesis) ব্যবস্থাটিও দীর্ঘদিন বহাল থাকতে পারবে না। ইতিহাসের হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া অনুসারে আর একটি নতুন ব্যবস্থার (যাতো হবে চরিত্রগতভাবে সমন্বয় ধর্মী) আবির্ভাব অনিবার্য। অতএব বলা যায় হেগেলের তত্ত্বানুসারে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের পতন তথা বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার পতন অনিবার্য।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব

এবার মার্ক্সীয় তত্ত্ব আসা যাক। মার্ক্সবাদ অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা (mode of producton) পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তনটা ঘটে দুটো মুখ্য শ্রেণীর (Principal classes) সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে উৎপাদনী শক্তি (Forces of production) এবং উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) এ দুটোর সমন্বিত রূপ।

মার্ক্সবাদ রচনাই করা হয়েছিলো পুঁজিবাদ ধ্বংসের অনিবার্যতা প্রমাণ করার জন্য। এবং কাল মার্ক্স তাত্ত্বিক ভাবে এসত্য দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন যে পুঁজিবাদ ধ্বংস হতে বাধ্য (Capitalism is destined to be doomed)। এখন মার্ক্সবাদ বলছে পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবায এবং আমাদের বিশ্লেষণ অনুসারে পুঁজিবাদ হচ্ছে বস্তুবাদী সভ্যতার মূল স্তর আর সমাজতন্ত্র হচ্ছে সম্পূরক স্তর (Supplimantary stage)। কাজেই মার্ক্সবাদ বস্তুবাদী সভ্যতার মূল স্তরটির পতনের অনিবার্যতা প্রমাণ করছে। এবার বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যে মার্ক্সবাদ পুঁজিবাদের ধ্বংসের ভবিষ্যত বানী করছে সেই মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক হাতিয়ার প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রেরও ধ্বংসের অনিবার্যতা প্রমাণ করা যায় কিনা? ব্যাপারটি আপাতঃ দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হয় কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে যে

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে (রুশমডেল, চীনা মডেল বা তৃতীয় বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক মডেল যাই হউক না কেন) সেক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী হাতিয়ার (tool) প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্র তথা মার্ক্সবাদী সমাজের পতনের অবশ্যম্ভাবীতা প্রমাণ করা সম্ভব।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর বাস্তব ক্ষেত্রে যে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে এবং যে ধারার বিকশিত হচ্ছে তাকে আমরা সুস্পষ্টভাবে পার্টিকেন্দ্রিক (Party oriented) উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে পারি। এ ব্যবস্থার একদিকে রয়েছে পার্টি-এলিটশ্রেণী, অন্যদিকে রয়েছে চাষী মজদুর-সাধারণ কর্মচারী। এ-দুটো প্রধান শ্রেণীর মধ্যে গড়ে উঠেছে নতুন এক উৎপাদনী সম্পর্ক। প্রথম শ্রেণীটি হচ্ছে সুবিধাভোগী শাসক শ্রেণী যারা দ্বিতীয় শ্রেণীটির জীবনের সর্বক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে পার্টি ও সরকার সহ সব কিছুকে তারা ব্যবহার করছে। প্রথম শ্রেণীটিকে আমরা পার্টি বুর্জোয়া এবং দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে নব্য প্রলেতারিয়েত (Neo prolatariat) বলতে পারি। দুটো শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত দিনদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথম শ্রেণীটি সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পার্টি একনায়কত্ব কায়েম করে জনগণের উপর চালাচ্ছে প্রতাপ, নব্য কায়দায় শ্রেণী শোষণ ও নির্যাতন। ফলে পার্টি বুর্জোয়া ও নব্য সর্বহারাদের মধ্যে সৃষ্ট নব্য শ্রেণীযুদ্ধ (Neoclass war) একদিন সমাজ ব্যবস্থাটির ধ্বংস ডেকে আনবে—এসত্যটিকে মার্ক্সীয় ইতিহাস তত্ত্ব অনিবার্য করে তুলেছে।

চক্রতত্ত্ব (Cyclical theory)

সভ্যতার উত্থান পতনের তত্ত্ব হিসেবে 'চক্রতত্ত্ব' অন্যতম প্রধান আধুনিক তত্ত্ব। প্যারিটো, সরোকিন, উইলবার্ট, ই, মুর, অসওয়াল্ড স্পেংলার, আরনল্ড টয়েনবি প্রমুখ বিশ শতকের প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদগণ চক্রতত্ত্ব সমূহের উৎগাতা।

যদিও তাঁদের তত্ত্বসমূহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তবুও চক্রতত্ত্বের মূল কথা হলো যে সমাজ সুনিদিষ্ট লক্ষ্যে ক্রমাগত এগিয়ে চলেনা। বরং একটা দোলকের মতো সমাজ একবার এদিকে আবার অন্যদিকে

www.pathagar.com

ঘুরতে থাকে। চক্রাকারে আবর্তন সমাজের নিয়তি। সরোকিনের মতানুসারে সমাজ একবার ইন্দ্রীয়পরায়ণতার (Sensate) দিকে আবার তার বিপরীতে আধ্যাত্মিকতার দিকে আবর্তিত হয়। টয়েনবির দৃষ্টিতে সমাজ সভ্যতা জীবন চক্রের (Life Cycle) অধীন।

এ চক্র তত্ত্ব প্রয়োগ করেও আমার বর্তমান সভ্যতার পতনের অনিবার্যতা প্রমাণ করতে পারি। উক্ত তত্ত্বানুসারে কোন সভ্যতা আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই নিখুঁত মনে হউক না কেন তাকে শেষ পর্যন্ত বিপরীতধর্মী আর একটি সভ্যতার জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। জীবনের যেমন উন্মেষ, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ও পরিশেষে মৃত্যু রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সভ্যতারও জীবন চক্র (life cycle) রয়েছে। সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের পর তাকে মৃত্যু পথ যাত্রী হতেই হবে।

এখন বর্তমান সভ্যতাটিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো যে এর যৌবনও বিকাশ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এরপর পতন ছাড়া আর তার সামনে অন্যকোন পথ খোলা নেই। কাজেই সভ্যতার জীবন চক্রে বিশ্বাসী আরনল্ড টয়েনবির তত্ত্বানুসারে বর্তমান সভ্যতার পতন অনিবার্য। চক্রতত্ত্বে বিশ্বাসী অন্যতম প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বর্তমান পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার গতি প্রকৃতি ও ভবিষ্যত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে " The west already passel through mature creative stage of culture into the stage of reflection and material comfort, the future could only be a period of decline."

অর্থাৎ "বর্তমান সভ্যতাটি পরিপক্ক সৃজনশীল সাংস্কৃতিক স্তর পার হয়ে প্রতিবর্তি ক্রিয়া ও বস্তুগত মুখ সুবিধার স্তরে উপনীত হয়েছে, তাই এখন তার ভবিষ্যত একটাই হতে পারে আর তা হচ্ছে তার অনিবার্য পতন।" তাছাড়া বর্তমান সভ্যতাটিতে ইন্দ্রিয়পরায়নতার আধিক্য ও প্রাধান্য বর্তমান, কাজেই সরোকিনের তত্ত্বানুসারে তার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ইন্দ্রিয়পরায়নতার বিপরীতে একটি আধ্যাত্মিকতাবাদী সভ্যতার বিকাশ। অর্থাৎ সরোকিনের তত্ত্বেও বর্তমান ইন্দ্রিয়পূজানির্ভর বস্তুবাদী সভ্যতার পতনের নিশ্চয়তা প্রদানকরে। মোটকথা চক্রতত্ত্ব সমূহ বর্তমান সভ্যতার পতনকে অনিবার্য করে তুলছে।

www.pathagar.com

নৈতিকতাবাদী তত্ত্ব ঃ

সাইয়েদ মওদুদী, আবদুল হামিদ সিদ্দিকী প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ তত্ত্বের প্রবক্তা। এ তত্ত্বানুসারে মানুষের নৈতিকমান পরিবর্তন হলে সমাজ পরিবর্তন হতে বাধ্য। নৈতিক দিক থেকে যদি সমাজ দেউলিয়া হয়ে পড়ে তাহলে বিরাজমান সভ্যতাটি টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। একবার তার নৈতিক ভিত ধ্বসে পড়লে সভ্যতাটিও পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় এবং নতুন উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন আর একটি সভ্যতা তখন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

আমরা যদি আধুনিক সভ্যতাটির সামাজিক অবস্থা ও চরিত্র পর্যালোচনা করি তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে বাধ্য হব যে বর্তমান সভ্যতাটি নৈতিক ভাবে দেউলিয়াপনায় ভুগছে। আর নৈতিক অবক্ষয় এত স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে তার মধ্যে লালিত মানুষগুলো পর্যন্ত আজ এক ব্যাপক পরিবর্তন কামনা করছে। তার মধ্যে এমন কোন নৈতিক শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যা তাকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। অতএব নৈতিকতা-বাদী তত্ত্বানুসারে বর্তমান সভ্যতার পতন অনিবার্য।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইতিহাস দর্শনের বিভিন্ন মতবাদসমূহ বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার পতনের অনিবার্য-তার ইঙ্গিত প্রদান করছে। বিশেষ করে প্রচলিত প্রধান প্রধান ইতিহাস বিষয়ক মতবাদ সমূহের কোনটিই বর্তমান সভ্যতার টিকে থাকার সপক্ষে বলছেনা। প্রত্যেকটিই তার নিজ নিজ অবস্থান ও দৃষ্টিকোন থেকে কোন না কোন ভাবে চলতি সভ্যতার পতনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর একযোগে সবকয়টি প্রধান প্রধান তত্ত্বের (যামূলত পরস্পর বিরোধী) মাধ্যমে একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা বর্তমান সভ্যতার পতনের অনিবার্যতা আরো দৃঢ় করেছে।

———

www.pathagar.com

সভ্যতার উত্থান পতনে আল-কোরআনের দর্শন

এতক্ষণ আমরা যুক্তি বিচারে ও বিভিন্ন মানবীয় তত্ত্বের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার পতনের অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণের চেষ্টা করেছি। এখন আমরা দেখবো মহাগ্রন্থ আল-কোরান এ ব্যাপারে কি বলছে। আল-কোরানের বিভিন্ন আয়াতে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ও উত্থান পতন সম্বন্ধে কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে এমন সব ইঙ্গিত পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে ইতিহাস সম্পর্কে আল কোরানের দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, উত্থান-পতনের কার্যকারণ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব এবং এর ভিত্তিতে একটি কোরানভিত্তিক তত্ত্বও দাড় করানো যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান পুস্তকে কোরানে বর্ণিত ইতিহাস দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। তাই আমরা শুধু আমাদের বর্তমান বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো।

বিশ্বের সবকিছু সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে

আল-কোরানের মতে এই বিশ্ব এই আকাশ ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থিত সবকিছু সত্যতা সহকারে ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিছক খেলাছলে এগুলো সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি কর্ম যে সত্য নির্ভর ও উদ্দেশ্যানুগ কোরানে করিমের বক্তব্য এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট। যেমন ঃ—

وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق ط

"আমরা যমীন ও আকাশমণ্ডলকে এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টিকে মহাসত্য (হক্ক) ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তিতে সৃষ্টি করিনি।"

(সূরা হিজর—৮৫ আয়াত)

একই বক্তব্য সূরা আহকাফের তৃতীয় আয়াতে আরো জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে সূরা নাহল এবং সূরা যুমারেও বিষয়টি খুবই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ—

خلق السموت والارض بالحق —

www.pathagar.com

"তিনি আকাশ ও পৃথিবী সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন।"
(সূরা নহল--৩ আয়াত, সূরা যুমার—৫আয়াত)

আল্লাহ তায়ালা যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে এক সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে কথাটা সূরা জাসিয়ায়ও পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وخلق الله السموت والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم
لا يظلمون —

"আল্লাহ্তায়ালা আকাশমণ্ডল ও যমীনকে সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন যেন প্রত্যেককে তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া যায় এবং তাদের উপরে জুলুম করা হবে না" (সূরা আল-জাসিয়া—২২ আয়াত)

এই সৃষ্টি জগত যে খেল তামাসার জন্য নয় বা স্রষ্টার খেয়ালীমনের প্রকাশ নয় সে বিষয়টাও আল-কোরান তুলে ধরেছে মানবজাতির সম্মুখে ঃ

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لعبين —

"আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যা কিছু আছে খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা আম্বিয়া—১৬ আয়াত)

অন্যত্র ঃ

وما خلقنا السموت والارض وما بينهما لعبين — ما خلقنهما الا
بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون —

"এই আসমান ও যমীন এবং উহার মধ্যে অবস্থিত জিনিসগুলোকে আমরা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি—এগুলোকে সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা জানে না।"
(সূরা দুখান ঃ ৩৮—৩৯ আয়াত)

www.pathagar.com

উপরের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে এ সত্যই আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে যে সৃষ্টিজগত সম্পূর্ণরূপে সত্যতাভিত্তিক, উদ্দেশ্য নির্ভর। ঠিক তেমনি জাতি, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সবকিছুই উদ্দেশ্য নির্ভর—সময়ের খেলা নয়। প্রতিটি সভ্যতা সংস্কৃতি উদ্দেশ্য অর্জনে নিবেদিত। এবং তাই স্বাভাবিকভাবেই কোন কিছুকে অর্থহীন মনে করে বিবেচনা করলে চলবে না। প্রতিটি সভ্যতা, সংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে অন্তর্নিহিত সত্যতা ও উদ্দেশ্যের আলোকে। কেননা তার অস্তিত্ব ও ধ্বংস অবশ্যই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে বাধ্য। কারণ প্রকৃতির মধ্যে বস্তুতঃপক্ষে কোন অসংগতি নেই—নেই আল্লাহ্‌র নীতিতেও কোন পরিবর্তন ঃ

ولا تجد لسنتنا تحويلا —

"আমার কর্মনীতিতে (বা সুন্নাতে) কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।" (সূরা বনি ইসরাইল—৭৭ আয়াত)

কাজেই সৃষ্টির সবকিছুকে বিশেষ করে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তথা ইতিহাসকে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বিচার করতে হবে। মনে করতে হবে ইতিহাস নিছক কতগুলো ঘটনার সমষ্টি নয়—নয় উত্থান-পতনের পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতগুলো কাহিনী মাত্র। বরং প্রতিটি উত্থানপতনের পিছনে রয়েছে এক নিগূঢ় তত্ত্ব, এক মহান উদ্দেশ্য যা মূলতঃ ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় ক্রিয়াশীল রয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি ইতিহাস নিছক সময়ের প্রবাহ নয়—নয় শুধু চলা। এ চলার পিছনে আছে মহান আল্লাহর সুষ্ঠু পরিকল্পনা, একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আর এ আলোকেই ঘটে জাতি-সমাজ-সভ্যতা সংস্কৃতির উত্থান ও পতন।

পৃথিবীর স্বাভাবিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না

পৃথিবী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আর এ পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটিয়েছেন মানবজাতি ও তার সমাজ সভ্যতা। মানবজাতি অধ্যুষিত পৃথিবীর মধ্যে

www.pathagar.com

তিনি স্থাপন করেছেন এক সুষ্ঠু নিয়মপদ্ধতি ও শৃঙ্খলা। এবং তিনি চান সদা-সর্বদা এ শৃঙ্খলা সংরক্ষিত থাকুক। কেননা পৃথিবীর শৃঙ্খলাই যদি না থাকে তাহলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায় ঃ

ولا تفسدو فى الارض بعد اصلاحها —

"যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, যখন উহার সংশোধন ও সুস্থতা বিধান করা হয়েছে।" (আল-আরাফ—৫৬ ও ৮৫ আয়াত)

তাই যারা পৃথিবীর শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী, নৈরাজ্যবাদী, ফাসাদকারী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা ফাসাদকারী বা শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী তাদেরকে এথেকে বিরত থাকতে বারবার তাকিদ করা হয়েছে ঃ

لا تفسدوا فى الارض —

"পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না।" (সূরা বাকারা—১১ আয়াত)

কোরানের অনেক জায়গায়ই বলা হয়েছে যে আল্লাহ অশান্তি ও নৈরাজ্য মোটেই পছন্দ করেন না। তাই আশা করা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নৈরাজ্য ও শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হলে তা প্রতিরোধ করবেন।

আল্লাহ্ ফাসাদ রোধ করে থাকেন

এখানে একটি প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দেয় যে আল্লাহ তো নৈরাজ্য পছন্দ করেন না একথা সত্য এবং দুনিয়াতে 'ফাসাদ' না হউক এটাও আল্লাহ্ চান—কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় যে ফাসাদ সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে আল্লাহ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিনা ? না পরকালে হিসাব নিকাশের জন্য ছেড়ে দেন ? কোরান অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে শুধু পরকাল নয় বরং এ দুনিয়াতেও এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন যাতে ফাসাদও বিপর্যয় চিরস্থায়ী হয়ে না পড়ে। যখন সমাজসভ্যতা শান্তি-সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির চেয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে দাঁড়ায়, মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, চতুর্দিকে অশান্তি ও নৈরাজ্যের দাবানল জ্বলে উঠে তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই আল্লাহ্ তা রোধ করার ব্যবস্থা করেন ঃ

www.pathagar.com

كلما اوقدوا نارا للحرب اطفها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين —

"তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালায় আল্লাহ সে আগুন নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ নৈরাজ্যবাদীদের পছন্দ করেন না।" (আল-মায়েদা—৬৪ আয়াত)

কাজেই দেখা যাচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে আল্লাহ তা রোধের ব্যবস্থা করেন। কেননা, তিনি ফাসাদ পরিপূর্ণ পৃথিবী স্থায়ী হতে দেননা। কিভাবে তিনি তা রোধ করেন? এ ব্যাপারে কোরান আমাদেরকে বলছে যে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদকারী বা বিপর্যয়কারী শক্তিকে অন্য একটি শক্তি দ্বারা দমন করেন যাতে করে ফাসাদ স্থায়ী না হতে পারে। কোরানের ভাষায়ঃ

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العلمين ○

"আল্লাহ যদি মানুষের এক অংশকে দিয়ে অপর অংশকে দমন না করতেন তা হলে দুনিয়াটা অরাজকতায় ও বিপর্যয়ে ভরে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ অতি অনুগ্রহশীল, তিনি বিপর্যয় নির্মূল করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" —(সূরা বাকারা—২৫১ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে মানুষের ধর্মীয় অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্টকারী ফ্যাসীবাদী শক্তিকেও তিনি শেষ পর্যন্ত নির্মূল করে থাকেন। কেননা পৃথিবীর স্বাভাবিকতা ও শৃঙ্খলার দাবী হচ্ছে এগুলো বিনষ্ট না হওয়াঃ—

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا —

www.pathagar.com

"আল্লাহ যদি মানুষের একদল দ্বারা অন্যদলের প্রতিরোধ না করতেন তাহলে গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে আল্লাহর বেশী বেশী জিকর করা হয় তা সবই ধ্বংস করে ফেলা হতো।"

(সূরা হজ্জ—৪০ আয়াত)

অতএব দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোন জাতি সভ্যতা, সংস্কৃতি স্থায়ীভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি কার্য চালিয়ে যেতে পারে না। তাদেরকে অবশ্যই অন্য একটি দলের মাধ্যমে দমন করা হবে—অবশ্যই তাদের পতন ঘটবে। প্রশ্ন উঠে কখন পতন ঘটবে ?

সবকিছুর জন্যই নির্দিষ্ট মেয়াদ (সময়কাল) রয়েছে ঃ

আল-কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী ও আকাশরাজ্য এবং তন্মধ্যস্থিত সবকিছু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের (Time period) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন কোরান বলছে—

ما خلق الله السموت والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى —

"আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে সমস্ত জিনিস সত্যতা সহকারে ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা রূম—৮ আয়াত)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون —

" .....কিন্তু তিনি সকলকেই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। পরে যখন সেসময় এসে যায় তখন তার এক মুহূর্ত আগে পরে হতে পারে না।" (সূরা নহল—৬১ আয়াত)

www.pathagar.com

সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে ঃ

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى —

তোমার খোদার তরফ হতে যদি পূর্বেই একটি কথা চূড়ান্ত করে দেয়া না হতো এবং অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া না হতো, তাহলে এদের সম্পর্কেও ফয়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হতো।"

(সূরা ত্বাহা—১২৯ আয়াত)

উপরের আয়াত কয়টি স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এখানে কারো জন্ম মানে মৃত্যুর নিশ্চয়তা। আর সবকিছুর ব্যাপারেই একথা সত্য। অর্থাৎ জীব হউক আর বস্তু হউক বা অন্য কোন সামাজিক প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ (Phenomenon) যাই হউক সবকিছুর জন্য রয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল বা মেয়াদ। কেননা সমাজ সভ্যতা হচ্ছে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী ও জাতিসমূহের এবং বস্তুগত বিষয়াবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ ও মিথষ্ক্রীয়ার (Interection) এর ফল। বস্তু ও জীবের জন্য যেমন রয়েছে ব্যক্তিগত সময়কাল ঠিক তেমনি প্রত্যেক জাতি ও সমাজ সভ্যতার জন্য রয়েছে একটা জাতিগত ও সামাজিক মেয়াদ বা অবকাশ।

আল-কোরান এ ব্যাপারে খুব স্পষ্ট করে বলেছে—

ولكل امة اجل —

প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা মেয়াদ (Time period) নির্দিষ্ট রয়েছে। *

(সূরা আরাফ—৩৪ আয়াত)

---

* অবশ্য গোটা বিশ্বের জন্য রয়েছে চূড়ান্ত মেয়াদ যাকে ইসলামের পরিভাষায় কিয়ামত বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশ্বের চূড়ান্ত মেয়াদ বা ধ্বংস নিয়ে নয় বরং কিয়ামতের মহাপ্রলয় পূর্ব পর্যন্ত যেসব সামাজিক-প্রাকৃতিক (Socio-natural) নিয়মে ইতিহাস ও সমাজ সভ্যতা পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো।

www.pathagar.com

এই অবকাশ সময়ের ভিতরেই সংশ্লিষ্ট জাতি তথা "সভ্যতা সংস্কৃতি" তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে সময়-কালের জন্য তার উত্থান ঘটে সেই সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার পতন ঘটে না আবার পতনের সময় এসে গেলে তাকে রক্ষাও করা যায় না ঃ

ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون —

কোন জাতি না স্বীয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হতে পারে, না উহার পরে নিষ্কৃতি পেতে পারে।" (সূরা হিজর—৫ আয়াত)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لكل امة اجل — اذ جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون -

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবকাশের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন উহা পূর্ণ হয়ে আসে তখন ক্ষনিকও অগ্র পশ্চাত করা হয় না।"

(সূরা ইউনুস—৪৯ আয়াত)

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি-সমাজ-সভ্যতার জন্য ভূমিকা পালনের, নেতৃত্বদানের ও প্রাধান্য লাভের একটা নির্দিষ্ট অবকাশ রয়েছে। সেই অবকাশ সময় পার হয়ে গেলে তাদের পতন ঘটতে বাধ্য। ব্যক্তিগত জীবনের মেয়াদ যেমন সবার জন্য সমান নয় ঠিক তেমনি জাতিগত মেয়াদ ও সমান নয়। অবশ্য বিভিন্ন কার্যকারণ ও উপাদানের উপর তা নির্ভরশীল। কোন জাতির বা সভ্যতার জন্য তা দীর্ঘ হতে পারে আবার কারো জন্য তা সংক্ষিপ্ত হতে পারে। লক্ষণসমূহ পর্যালোচনা করেই এ সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী বা পূর্বানুমান (Prediction) সম্ভব। (এ সম্পর্কে পরে আলোচিত হবে)।

এ ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে কোরানুল করিমে জাতি বা সভ্যতার ধ্বংস বলতে সব সময়ই বিলুপ্তি বুঝায় না বরং প্রাধান্যের অবস্থান থেকে পতন ঘটানোকে বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে এ সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠে—

www.pathagar.com

ولقد اهلكنا القرون من قبلكم —

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে (কুরুণ) আমরা ধ্বংস করেছি ··।"
(ইউনুস—১৩ আয়াত)

উক্ত আয়াতের অনূদিত 'জাতিগুলোর' মূলে 'কুরুণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ এর অর্থ "এক যুগের লোক" কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেরূপ বাক-ভঙ্গীতে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় এর দ্বারা নিজ নিজ যুগে সমুন্নত জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ জাতির ধ্বংসের অর্থ অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের বংশধরকে ধ্বংস করে দেয়া বুঝায় না, বরং তাদের উন্নত অবস্থান থেকে পতন ঘটানো, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে যাওয়া, তাদের বিভিন্ন অংশে খণ্ড খণ্ড হয়ে অন্যান্য জাতি-সমূহের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া —এ সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্তির প্রকারভেদ।"
(তাফহীমুল কোরআন ঃ সূরা ইউনুস, টিকা—৩)

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কোরানে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে জাতি (কওম), একযুগের লোক (কুরুণ) বা উম্মত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সভ্যতা সংস্কৃতি ব্যবহৃত হয়নি। এ প্রসংগে এখানে দুটো বিষয় মনে রাখতে হবে, এক ঃ একটি সভ্যতা সংস্কৃতি জাতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। জাতির অস্তিত্ব বাদ দিয়ে সভ্যতা সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব নয়। জাতির পতন মানে তার সভ্যতা সংস্কৃতির পতন। জাতির উত্থান মানে তদসংশ্লিষ্ট সভ্যতার উত্থান। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলোকে জাতির নামেই আখ্যায়িত করা হয়। যেমন—মিশরীয় সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ইত্যাদি। কাজেই কোরানে জাতি বলতে সভ্যতা সংস্কৃতি সমেত জাতিকে বুঝতে হবে। দুই ঃ সভ্যতা সংস্কৃতির পারিভাষিক ধারণাটা আধুনিক ধারণা। কাজেই কোরানে হুবহু সে শব্দের উল্লেখ বাস্তবও নয় জরুরীও নয়। বরং সভ্যতা সংস্কৃতির মূল ভাবধারা জাতিসমূহ (কওম, কুরুণ, উম্মত) দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

কোন জাতির বা সভ্যতার পতন দুর্ঘটনা বশতঃ হয় না

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে কোন জাতির পতন নিছক দুর্ঘটনাবশত হয় না বরং প্রাকৃতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। যখন কোন জাতির অবকাশ শেষ হয়ে আসে তখন পতনের কারণসমূহ সুস্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু কারণ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে অবশ্য ধ্বংস ঘটে যায়না বরং চূড়ান্ত পতনের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। কেননা, প্রত্যেক পরিণতির জন্য সময় নির্দিষ্ট রয়েছে ঃ

لكل نباء مستقر —

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশেরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।"

(সূরা আনআম—৬৭)

ইতিহাসে কোন কিছুর ফলাফল তড়িৎ প্রকাশ পায় না বরং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাধান্যকারী জাতিকে কাজ করে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কেননা,প্রতিটি অপরাধের জন্য পাকড়াও করা হলে কোন কিছুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে সম্ভব ছিল না—

ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى —

"তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য তিনি যদি পাকড়াও করতেন তাহলে যমীনে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন।" —(সূরা ফাতের ৪৫ আয়াত)

কাজেই দেখা যাচ্ছে কোন জাতি অন্যায় অত্যাচার বা পতনের কাজ শুরু করলেই হঠাৎ করে পতন এসে যায় না। বরং ধীরে ধীরে জাতিটা চূড়ান্ত পতনের মুহূর্তের জন্য তৈরী হতে থাকে এবং অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যায় পতনের বেলাভূমিতে যা হয়তো সেই জাতির লোকেরা টেরই পায় না। কোরান বিষয়টাকে তুলে ধরেছে এভাবে—

www.pathagar.com

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ○

"—তাহাদিগকে আমরা ক্রমশঃ এমন সব উপায়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে তারা জানতে এবং বুঝতেও পারবে না।"

(সূরা আরাফ—১৮২)

আল্লাহতায়ালা কোন জাতিকে ধ্বংস করতে বা নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করতে দেরী করেন বা অবকাশ দেন তা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। মূলতঃ অবকাশদানের পুরো ব্যাপারটাই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনারই একটি কৌশল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ অংশ—

وأملى لهم إن كيدي متين —

"আমি তাহাদিগকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছি (কেননা) আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা অটুট ও অকাট্য।"

(সূরা আরাফ—১৮৩ আয়াত)

এই কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অধীনে যে অবকাশ দেয়া হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতি বা সভ্যতা তার মধ্যস্থিত মন্দ-সমূহের যাতে চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে যায়। যাতে তার মধ্যে নিহিত যে অকল্যানকারীতা তা যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং তার ধ্বংস হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, পতন যে তার অনিবার্যভাবেই উচিত একথা যেন অস্পষ্ট থেকে না যায়। কোরআন বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছে—

انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين —

"ঢিল দিচ্ছি এই জন্যে যে ইহারা যেন পাপের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে নেয়। অতঃপর তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।"

(সূরা আলে-ইমরান—১৭৮ আয়াত)

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে প্রত্যেকটি বিজয়ীসভ্যতার প্রাধান্য অর্জনের একটি অবকাশ সময়

www.pathagar.com

রয়েছে এবং এ সময় পূর্ণ হলে তার ধ্বংস বা পতন অনিবার্য। কিন্তু এ পতন হঠাৎ করে বা দুর্ঘটনাবশত ঘটে যায় না বরং ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে চলে। এ ধীরনীতিও উদ্দেশ্যবিহীন নয় বরং জাতিকে চুড়ান্তভাবে পতনের উপযুক্ত প্রমাণের জন্যেই তা করা হয়।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে পতন দুর্ঘটনাবশত না হলেও পতনের চুড়ান্ত ঘটনাটা হয়তো আপাত দৃষ্টিতে হঠাৎ করে সংঘটিত হয়ে যেতে পারে যদিও দীর্ঘদিন ধরে পতনের পটভূমি রচিত হতে থাকে।

পতনোন্মুখ ও উত্থানকামী জাতির সাময়িক জয়পরাজয় উভয়ই সম্ভব

এখানে এসে আর একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, যে সভ্যতা পতনের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে চুড়ান্ত ধ্বংস পর্যন্ত কি প্রতিক্ষেত্রেই সে পরাজিত হতে থাকবে? অথবা পতনের লক্ষণ কি বার বার পরাজয়? কোথাও যদি বিজয় লাভ ঘটে তাহলে কি এটা বুঝায় না যে ঐ সভ্যতার বা জাতির পতনের এখনও সময় হয়নি? উত্থানকামী সভ্যতা কি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজয় লাভ করতে থাকবে? কখনও কি তার পরাজয় ঘটবে না? পরাজয় কি উত্থানের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয়? এ জাতীয় বহু প্রশ্নই জাগতে পারে। এ ব্যাপারে ইতিহাস পাঠককে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা তা না হলে প্রতিটি পরাজয় বা বিজয়কে সিদ্ধান্তকারী বা চুড়ান্ত মনে করে বিশ্লেষণ করা হলে ইতিহাসের গতি সম্পর্কে ভুল অনুমানের যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

ইতিহাস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া একথা সত্য হলেও ইতিহাসের গতি সরল রৈখিক (Linier) নয়। বরং আবর্তনধর্মী একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (cyclical contindous process)। এখানে আছে সামগ্রিকতা (generalisation) ও নির্দিষ্টতা (Specification)। সামগ্রিক বিচারে কোন এক যুগে একটি সভ্যতাই বিজয়ী বা প্রাধান্য অর্জন করে থাকে। অন্যান্য সভ্যতা হয় তার অধীনস্থ হয়ে পড়ে অথবা তার চাপে অবদমিত হয়ে থাকে। বিজয়কালীন সময়ে বিজয়ী সভ্যতাটি সামগ্রিক বা চুড়ান্ত বিচারে বিজয়ী থাকবে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারও পরাজয় ঘটে থাকে। হয়তো

www.pathagar.com

পতনোন্মুখ জাতির নিকট সে পরাজিত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এ পরাজয় কোনক্রমেই চূড়ান্ত বা স্থায়ী নয় বরং একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র। আবার ঐ নেতিয়ে পড়া জাতির বিজয়টাও তা উত্থানের কোন লক্ষণ নয় বরং ব্যাপারটা নেহায়েতই সাময়িক ও অস্থায়ী। অবশ্যই এ জাতীয় সাময়িক জয়পরাজয়ের পিছনে ঐশী বা প্রাকৃতিক প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। কিন্তু এগুলোর আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের পরিসরভুক্ত নয়। একটা সাদৃশ্যাত্মক উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। উদ্দাম যৌবনেও কারও স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে; অসুখ বিসুখ হতে পারে কিন্তু তার সাময়িক কোন রোগশোক তার বার্ধক্যের লক্ষণ নয় ঠিক অন্য দিকে বার্ধক্যে বা জ্বরায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তিও কখনও কখনও সুস্থতা অনুভব করতে পারে কিন্তু এ সুস্থতা বা তেজ যৌবনের লক্ষণ নয়। বরং পুরোটাই সাময়িক বিবেচনায় অস্থায়ী। আর স্থায়ী বা প্রকৃত সত্য হচ্ছে একজন নবযৌবন প্রাপ্ত আর একজন বার্ধক্যে উপনীত। অতএব উত্থানকামী সভ্যতা বা জাতির কখনও কখনও পরাজয় বরণ করাটাও একটি ঐতিহাসিক বিধান আর মৃত্যু পথযাত্রী জাতি ও সভ্যতার কোন সাময়িক বিজয় লাভ করাটাও অসম্ভব নয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ইতিহাসটা অনেকটা আবর্তনধর্মী ক্রমাগত প্রক্রিয়া (cyclical continous process)। অর্থাৎ ইতিহাসের একটা গতি আবর্তনধর্মী আর একটা গতি সম্মুখধর্মী বা প্রগতিধর্মী (Progressive)। দ্বিতীয় গতির প্রভাবেই একটি সভ্যতা ও জাতির উত্থান ঘটে বা পতন ঘটে, ইতিহাসের সাধারণ গতিটা তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। আর প্রথম গতিটা সভ্যতা ও জাতির নিজস্ব পরিমণ্ডলে সক্রিয় থাকে। ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ সে আবর্তনের উপর নির্ভরশীল। এবং এর ফলাফলও সাময়িক এবং সাধারণতঃ প্রগতিমুখী গতিকে তা নির্ধারণ করে না। এই জন্য উত্থানকামী সভ্যতারও উত্থানমুহূর্তে আবর্তনধর্মী গতির প্রভাবে সাময়িক পরাজয় ঘটতে পারে। আবার যে জাতি ও সভ্যতা চূড়ান্ত পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারও সাময়িক কোন বিজয় বা সফলতা আসতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের গতি নির্ধারণে এগুলো তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এই নীতিটাকে পবিত্র কোরআন তুলে ধরেছে এভাবে –

www.pathagar.com

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايام نداولها بين الناس —

"এখন যদি তোমাদের উপর কোন আঘাত এসে থাকে তা ইতিপূর্বে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপরও অনুরূপ আঘাত এসেছে। ইহা তো কালের উত্থান পতন মাত্র যাকে আমরা লোকদের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি।"

(আল ইমরান-১৪০ আয়াত)

একটি সভ্যতার পতন—আর একটির উত্থান

ইতিহাস একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া। ক্রমাগত প্রক্রিয়ায় কেউ বিজয়ী আবার কেউ বিজিত। এ প্রক্রিয়ার একটি অনিবার্য প্রয়োজন হচ্ছে একটি সভ্যতার প্রাধান্য বা নেতৃত্ব। নেতৃত্ব বিহীন সমাজ বা জাতি যেমন বাস্তব নয় ঠিক তদ্রূপ নেতৃত্ব বিহীন কোন যুগও সম্ভব নয়। আর কোন নির্দিষ্ট সভ্যতা / জাতিই কোন একটি বিশেষ যুগে নেতৃত্ব নিয়ে থাকে। নেতৃত্বের শূন্যতা ইতিহাসে থাকতে পারে না। কখনও কোন শূন্যতা সৃষ্টি হলে বা হবার উপক্রম হলে ঐতিহাসিক নিয়মেই তা পূরণ হয়ে যায়। কাজেই কোন জাতি বা সভ্যতা যখন নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারন হতে থাকে তখন অবশ্যই আর একটি বিকল্প নেতৃত্বদানকারী সভ্যতার উন্মেষও উত্থান ঘটে থাকে। মূলতঃ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্বশীল জাতি বা সভ্যতাকে ধ্বংসও করা হয় আর একটি উত্থানকামী জাতি/সভ্যতার মাধ্যমে। আল্লাহ্‌র বিধান তথা ইতিহাসের নিয়মই হচ্ছে যে ধ্বংস হবে বা যার পতনের সময় এসে গিয়েছে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ধ্বংস হয়ে যায় না বরং অন্য একটি বিকল্প শক্তির দ্বারাই তাকে ধ্বংস করা হয়। এভাবেই তিনি সমাজ সভ্যতাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনেন, কোরানের ভাষায়—

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العلمين —

www.pathagar.com

"আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দল দ্বারা অপর দলটিকে দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত ·· ।" (বাকারাহ ঃ২৫১)

কাজেই বলা যায় একটি পতনমুখী জাতি/সভ্যতার বিকল্প হিসেবে অন্য একটি শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়ে থাকেন, একটির পতনের পর আর একটি বিকল্প জাতি/সভ্যতাকে ইতিহাসের নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়। পবিত্র কোরানের ভাষায় ঃ

فاهلكنهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين —

"·····শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ের জাতিসমূহকে অভিষিক্ত করলাম।" (আনআম—৬ আয়াত)

অতএব বলা যায় একটি জাতি/সভ্যতার পতন মানেই হচ্ছে আর এক জাতির/সভ্যতার উত্থান। একটি বিদায় আর একটির আগমন। ইতিহাস-রূপ মঞ্চে এ নিয়মই চালু রয়েছে মানবজাতির উন্মেষ থেকে এবং চলবে মহাপ্রলয় ক্ষণ পর্যন্ত।

সভ্যতার টিকে থাকার নীতিমালা

কোন সভ্যতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে ইতিহাসে ভূমিকা পালন করে না—সময়ের বাবধানে ইতিহাসের, অমোঘ নিয়মেই তার পতন হতে বাধ্য। কিন্তু উত্থান পতন একটি নিয়মেই সংঘটিত হয়। আগেই আমরা বলেছি পৃথিবীটা আল্লাহ খেলাছলে সৃষ্টি করেননি যে এখানে সুনির্দিষ্ট কল্যাণধর্মী কোন নিয়ম থাকবে না। বরং গোটা ইতিহাসটাই একটা সুনির্দিষ্ট ও কল্যাণপূর্ণ নিয়মের অধীন। এখানে কোন জাতি/সভ্যতার টিকে থাকাও কতগুলো বিধান সাপেক্ষ আবার পতনও কতগুলো সুস্পষ্ট কারণের অধীন।

একটি সভ্যতা কতদিন টিকবে বা নেতৃত্বের আসনে থাকবে তা দুটো মৌলনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে ঃ

www.pathagar.com

প্রথমনীতি

সদাচারী বা কল্যাণকর ভূমিকা পালনকারী জাতিকে/সভ্যতাকে ধ্বংস করা হয় না।

যেহেতু আল্লাহ পৃথিবীর স্বাভাবিক শৃঙ্খলা চান তাই শৃঙ্খলা সংরক্ষণকারী জাতি/সভ্যতাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখেন। তাছাড়া এটাই আল্লাহ্‌র বা ঐতিহাসিক বিধান যে যতদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জাতি/সভ্যতা ইতিহাসের বা মানব জাতির কল্যাণের পক্ষে থাকে, যতদিন তারা সত্যিকার দায়িত্বপালন করে, যতদিন পর্যন্ত ঐ সভ্যতা/জাতি এক অবাঞ্ছিত শক্তিতে রূপান্তরিত না হয় ততদিন পর্যন্ত ঐ সভ্যতা/জাতিকে ধ্বংস করা হয় না, এটাই আল্লাহ্‌র ইনসাফপূর্ণ নীতি ঃ

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ○

তোমার রব এমন নন যে তিনি জনপদগুলোকে জুলুমের সাহায্যে ধ্বংস করে দেবেন যদি তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হয়।

(সূরা হুদ—১১৭ আয়াত)

অতএব টিকে থাকার প্রথম শর্তই হচ্ছে সে জাতি/সভ্যতাকে সদাচারী ও কল্যাণধর্মী ভূমিকা পালনকারী হতে হবে।

দ্বিতীয় নীতি

জাতিকে যে নেতৃত্বের বা প্রাধান্যের নিয়ামত দেয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরাই তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে না ফেলে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিয়ামত উঠিয়ে নেয়া হয় না।

অর্থাৎ কোন জাতিকে নেতৃত্ব-দান আল্লাহ্‌র একটি অত্যন্ত বড় নিয়ামত। এ নিয়ামত দেয়া হয় কতগুলো শর্তের ভিত্তিতে। নিয়ামত দেয়ার সাথে দায়িত্বও দেয়া হয়। এখন যদি কোন জাতি এ নিয়ামতের অপব্যবহার করে, যে সমস্ত কারণে ঐ জাতি নেতৃত্বের নিয়ামত পেয়েছিল তা পরিবর্তন করতে শুরু করে দেয় বা করে ফেলে তাহলেও নেতৃত্ব বজায় থাকবে এমনটি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এইজন্যই যতক্ষণ জাতি তার ভূমিকার পরিবর্তন

www.pathagar.com

না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নেতৃত্বের নিয়ামত অব্যাহত থাকবে। আর যখনই জাতি তার বিপরীত ভূমিকা পালন করবে তখন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই আল্লাহ তার পতনের ব্যবস্থা করে দেবেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم —

"এটা আল্লাহ্‌র নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে যে আল্লাহ কোন নিয়ামতকে যা তিনি কোন জাতিকে দান করেন ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে বা নিজেদের কর্মনীতিতে পরিবর্তন না করে দেয়।" (আনফাল-৫৩ আয়াত)

অতএব পরিষ্কার হয়ে গেলো যে দুটো মৌল নীতির ভিত্তিতে কোন জাতি/সভ্যতার প্রাধান্য/নেতৃত্ব থাকবে কিনা তা নির্ধারিত হয়; আর তা হচ্ছে ঃ

(১) জাতিটি জাতিগতভাবে সদাচারী ও কল্যাণধর্মী ভূমিকা পালনকারী কিনা।

(২) সামগ্রিক অর্থে জাতি তার পূর্বের (নেতৃত্ব লাভের সময়ের) কর্মনীতি পরিবর্তন করেছে কিনা।

পতনশীল জাতি/সভ্যতার পতনের কারণ ও লক্ষণ সমূহ

পূর্বেই আমরা দেখেছি কতিপয় নীতির ভিত্তিতেই কোন জাতির উত্থান-টিকে থাকা ও পতন নির্ভর করছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে একটি জাতির পতনের বাস্তব/দৃশ্যমান (visible) কারণগুলো কি? অথবা যে জাতিটি পতনের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে তার লক্ষণই বা কি? এসব প্রশ্নের জবাব পবিত্র কোরআন থেকে পাওয়ার চেষ্টা করবো।

যেসব কার্যকারনের সূত্র ধরে একটি জাতি-সমাজ-সভ্যতার পতন ঘনিয়ে আসে সেগুলোকে একদিকে ঐ জাতির পতনের কারণ ও বলা যেতে পারে আবার অনিবার্য পতনের লক্ষণ ও বলা যেতে পারে। সে যাই হউক,

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করলে সভ্যতা/জাতি পতনের যুগপৎ কারণ ও লক্ষণসমূহ পরিষ্কার ভাবেই অনুধাবন করা যায়। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে সাধারণ ভাবে এবং বিভিন্ন জাতির পতনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বিশেষ ভাবে কতিপয় কারণ ও লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ ও লক্ষণসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) পাপাচার ঃ একটি জাতি বা সভ্যতার ধারক ও বাহক লোকসমষ্টি যখন গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কোন সীমাই যখন সে রক্ষা করে না—নৈতিকতার বাঁধন ঢিলে হয়ে যায়—সুখ সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতা আধিপত্য সবই পাপাচারের কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে তখন ঐ জাতির/সভ্যতার পতন অনিবার্য হয়ে উঠে। প্রভাব প্রতিপত্তি কোন কাজেই তখন আসে না। ক্ষমতা আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও পাপাচার ও গুনাহের কারণে শেষ পর্যন্ত সে জাতির পতন ঘনিয়ে আসে এবং নতুন জাতি সেই পদে অভিষিক্ত হয়। পবিত্র কোরআন বিষয়টিকে ক্ষমতা আধিপত্যের অহমিকায় লিপ্ত পাপাচারী জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الارض مالم
نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا — وجعلنا الانهر تجرى
من تحتهم فاهلكنهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين —

"তারা কি দেখে নাই যে তাদের পূর্বে আমরা এমন কতজাতিকেই ধ্বংস করেছি যারা নিজ নিজ সময়ে অতিশয় প্রভাবশালী ছিলো। তাদিগকে যমীনের বুকে এতদূর ক্ষমতা আধিপত্য দান করেছিলাম, যা তোমাদিগকে দান করিনি। তাদের প্রতি আকাশ হতে আমরা প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত করেছি। তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি। ... শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের/পাপাচারের শাস্তি স্বরূপ তাদিগকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ে জাতিসমূহকে অভিষিক্ত করলাম।"

(আনআম—৬ আয়াত)

www.pathagar.com

(২) সত্য-বিস্মৃতি ও ভোগবিলাস ঃ কোন জাতি যখন প্রকৃত সত্যকে ভুলে যায় এবং প্রাচুর্য স্বচ্ছলতা লাভ করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে পড়ে—"খাও দাও ফূর্তি কর"—এই যখন হয় নীতি—তখন তার পতন ঘটতে আর সময় লাগে না। ভোগবাদের (Hedonism) বিষাক্ত জীবাণু যখন গোটা জাতিকে আক্রান্ত করে, তখন তার বাচার কোন উপায় থাকে না। গোটা সভ্যতার ভিত তখন কেঁপে উঠে—যে সমস্ত মহৎগুণাবলীর কারণে সভ্যতাটির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল তা ভোগবিলাসিতার চাপে দিন দিন দুর্বল হতে থাকে। জাতি ভুলে যায় তার আসল দায়িত্ব-কর্তব্য। ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যায়। কামনা বাসনা, লোভ-লালসা চরিতার্থ করাই হয়ে পড়ে তাদের প্রধান কাজ। আর এমনি অবস্থায় পতন তার ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায় ঃ

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا
بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون —

"অতঃপর তারা যখন তাদের প্রতি যে নসীহত করা হয়েছিলো তা ভুলে গেলো, তখন সকল প্রকার স্বচ্ছলতার দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদের দেয়া নিয়ামত সমূহে গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে গেলো, তখন আমরা সহসা পাকড়াও করেছি। এখন অবস্থা এই হলো যে তারা সকল কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেলো।

(আনআম—৪৪ আয়াত)

(৩) জুলুম নির্যাতন ঃ—পবিত্র কোরআনে জাতি/সভ্যতা ধ্বংসের যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে জুলুমের প্রসার। একটি জাতি বা যুগের নেতৃত্বদানকারী সভ্যতা যখন এক জুলুমের রাজত্ব হয়ে দাঁড়ায়—অত্যাচার অবিচার জুলুম-নির্যাতন-শোষণ বঞ্চনা যখন নিত্য হয়ে পড়ে, যখন ইনসাফ, ভারসাম্য, ন্যায়নীতি সব তিরোহিত হয়ে যায়, সর্বত্রই জুলুমের প্রাধান্য ঘটতে থাকে তখন সে জাতির ভাগ্যে পতন ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু থাকে না—

www.pathagar.com

وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون —

"বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেননি। ইহারা নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করেছিলো।" (আল-ইমরান-১১৭)

অন্যত্র আল্লাহতায়ালা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ

ولقد اهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينت وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين —

"হে লোকেরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন জুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছিলো এবং তাদের প্রতি নবী রসুল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনেনি।" (ইউনুস—১৩ আয়াত)

কুরআনে ব্যবহৃত "জুলুম" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক; সাংস্কৃতিক, সামাজিক বস্তুগত অবস্তুগত—ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সবধরনের ক্ষেত্রেই ইনসাফ ও ন্যায়নীতির বিপরীত কার্যক্রমকে জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর কোন জাতি/সভ্যতা যখন এমনি ধরনের জুলুমে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাড়ায়।

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة —

"কত অত্যাচারী জনবসতিই এমন আছে যেগুলোকে পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছি · ··· ।" (আম্বিয়া-১১)

(৪) অপরাধী লোকদের নেতৃত্ব ঃ—একটি জাতির পতন অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয় যখন সমাজের সর্বাপেক্ষা দুষ্ট প্রতারক—ষড়যন্ত্রকারী চক্রান্তকারী— অপরাধী শ্রেণীর লোকেরা নেতৃত্বের আসনের সমাসীন হয়। ঐ শ্রেণীর লোকেরা গোটা সমাজে তাদের চক্রান্তের-ধোঁকার জাল বিস্তার করে গোটা সমাজ-সভ্যতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

চালায় এবং পরিণামে ঐ সমস্ত ধোঁকাবাজ নেতৃত্বের প্রভাবে গোটা সমাজই ধ্বংস হয়ে যায়—যদিও তাদের এ ব্যাপারে মোটেই সচেতনতা থাকে না—

وكذالك جعلنا فى كل قرية اكبر مجرميها ليمكروا فيها ط وما
يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ○

"এমনিভাবে আমরা প্রতিটি জনপদে উহার বড় বড় অপরাধী লোক-দিগকে (মুজরিমীনে আকবর) কর্তৃত্ব দিয়েছি, নিযুক্ত করেছি যেন তথায় নিজেদের চক্রান্ত ধোকা প্রতারণার জাল বিস্তার করে। মূলতঃ তারা নিজদের প্রতারণার জালে নিজেরাই জড়িত হয়ে পড়ে কিন্তু ইহার চেতনা তাদের নাই।" (আনআম-১২৩)

অর্থাৎ ঐ সমস্ত নেতৃত্বের কর্মতৎপরতা আপাতঃদৃষ্টিতে তাদের নিজদের জন্য ও জাতির জন্য লাভজনক মনে হলেও পরিণামে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই।

(৫) স্বচ্ছল লোকদের (মুতরাফ) তৎপরতা ঃ কোন জাতির পতন ও ধ্বংসের বড় কারণ হচ্ছে ঐ জাতির ধনিকদের ভূমিকা। যখন ধনিক শ্রেণীর কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায়, শোষণ-বঞ্চনা গোটা জাতিকে গ্রাস করে, ধনসম্পদের অধিকারী লোক সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার-অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে সে জাতির/সভ্যতার ধ্বংস নিশ্চিত। ধনিক শ্রেণীর কার্য-কলাপের ফলেই সভ্যতা সংস্কৃতির পতনের পথ রচনা হয় তারাই সভ্যতার কল্যাণকামীতাকে নিজদের স্বার্থ ও বাড়াবাড়ির কারণে অকল্যাণে পরিণত করে। গোটা সভ্যতা সংস্কৃতির পতনের জন্য প্রধানত সমাজের ঐ শ্রেণীটাই দায়ী। পবিত্র কোরআনে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ঃ—

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق
عليها القول فدمرنها تدميرا —

www.pathagar.com

"আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেই তখন উহার স্বচ্ছল (মুতরাফ) অবস্থার লোকদিগকে হুকুম * দেই, আর তারা সেখানে সর্বপ্রকার নাফরমানী ও সীমালংঘন করতে শুরু করে, তখন আজাবের ফয়সালা এ জনপদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা উহাকে বরবাদ করে দেই।" (বনি-ইসরাইল ঃ ১৬ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতটি পতনশীল জাতির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। জাতির ধনিক স্বচ্ছল শ্রেণী (যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে) জাতিকে তাদের ভূমিকা দ্বারা ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যখন সামগ্রিক বিচারে ঐ জাতির/সভ্যতার পতন ও ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে আসে তখন প্রাকৃতিক ভাবেই জাতির মুতরাফ (বুর্জুয়া শ্রেণী) শ্রেণীরকর্ম তৎপরতার মাধ্যমে তা সংঘটিত হয়। তাই 'মুতরাফ' শ্রেণীর কার্যক্রম ও ভূমিকা পর্যালোচনা করলে সমাজ-সভ্যতার পতনের গতি নির্ধারণ করা সম্ভব।

জৌলুশ-স্বচ্ছলতা-প্রাচুর্য-ক্ষমতার দাপট সভ্যতা সংস্কৃতির জীবনীশক্তির প্রমাণ নয়

সাধারণতঃ লোকদের ধারনা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি —রাজনৈতিক আধিপত্য সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অবশ্য একটি সভ্যতাকে বিজয়ী হওয়া মানেই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও রাজনৈতিক আধিপত্য ও ক্ষমতা অর্জিত হওয়া। এগুলো হচ্ছে নেতৃত্ব লাভের, সভ্যতা সংস্কৃতির উপকরণ। এই জন্যেই পবিত্র কোরআনে এগুলোকে "নিয়ামত" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সভ্যতা সংস্কৃতির পতন বলতেও—দারিদ্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতাকে বুঝানো হয়েছে ঃ

ضربت عليهم الذلة والمسكنة ○

"তাদের উপর লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও দারিদ্র চাপিয়ে দেয়া হলো....."

—(বাকারাহ ৬১)

* হুকুম মানে প্রাকৃতিক নির্দেশ তথা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়ম।

www.pathagar.com

কিন্তু কোন বিজয়ী সভ্যতার স্বচ্ছলতা ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রমাণ করে না যে তার পতন সম্ভব নয় বরং উক্ত দুটো বিষয় হচ্ছে নেতৃত্বকে অভিষিক্ত করার ফল—সভ্যতার ধারক নয়। পূর্বে আলোচিত পাঁচটি কারণ সৃষ্টি হয়ে গেলে এরপর আর নিছক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ বা রাজনৈতিক আধিপত্য ঐ সভ্যতাকে বাঁচাতে পারে না। অথবা এ দেখে প্রতারিত বা ঘাবরে যাওয়ারও কিছু নেই। এগুলো দিয়ে পতন ঠেকানো যাবে না বরং পতনের সাথে সাথে এগুলোও হাতছাড়া হয়ে পড়ে। পবিত্র কোরআন এ ব্যাপারটি বিভিন্ন আয়াতে খোলাখুলি তুলে ধরেছে ঃ

واذا تتلى عليهم ايتنا بينت قال الذين كفروا للذين امنوا
اى الفريقين خير مقاما واحسن نديا —

وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا وريا

"এ লোকদেরকে যখন আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়, তখন অমান্যকারীরা ঈমানদারদের বলে 'বল' আমাদের দু'দলের মধ্যে উত্তম অবস্থায় কে রয়েছে এবং কার মজলিশসমূহ অধিক জাকজমকপূর্ণ।

"—অথচ তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি, যারা ইহাদের অপেক্ষাও অধিক সাজসরঞ্জামের অধিকারী ছিলো এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে তাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলো।"

(মরিয়ম ঃ ৭৩—৭৪)

রাজনৈতিক দাপট, পরাশক্তি হবার গৌরব যে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারে না এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে পবিত্র কোরানে এভাবে—

ولم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فى البلاد
هل من محيص —

www.pathagar.com

"আমরা এদের পূর্বে বহুজাতিকে ধ্বংস করেছি যারা তাদের অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিলো। আর দুনিয়ার দেশসমূহকে তারা ছেকে লুটে নিয়েছিলো। চিন্তা কর, তারা কি কোন আশ্রয়স্থান লাভ করতে পেরেছিল ?" (সূরা ক্বাফ ঃ ৩৬)

অতএব পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাংস্কৃতিক জৌলুষ ও চাকচিক্য এবং রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার দাপট কোন কিছুই পতনের হাত থেকে বাঁচার মাধ্যম নয়। পতনের সময় আসলে এগুলো দিয়ে পতন ও ধ্বংস ঠেকানো যাবে না।

প্রচলিত সভ্যতার পতনের পটভূমিতে কাদের উত্থান ঘটবে

আলোচনার এ পর্যায়ে আর একটি প্রশ্ন দেয়—যে সভ্যতার পতন আসন্ন তার বিকল্প সভ্যতা কি হবে ? উত্থানকারী সভ্যতার বৈশিষ্টাই বা কি ? অথবা এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম আদৌ আছে কিনা ?

কুরআনুল করিম অধ্যয়ন করলে এ ব্যাপারে দুটো প্রধান বিষয় জানা যায় ঃ একটি হচ্ছে—ইতিহাসে নেতৃত্বের জন্য কারা নীতিগতভাবে দাবীদার বা অধিকারী আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নীতিগতভাবে যে শক্তি বা গোষ্ঠী নেতৃত্বের অধিকারী, যদি সেই শক্তি অনুপস্থিত থাকে তাহলে এমনি অবস্থায় কারা শূন্যস্থান পূর্ণ করবে। এ দুটো বিকল্প নীতির কিছুটা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন যা নিম্নে করা হলো।

প্রকৃতপক্ষে এ বিশ্বের সামগ্রিক কর্তৃত্ব রাজত্বের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি তাঁর পছন্দ মতো ও ইচ্ছামত এ পৃথিবীর ক্ষমতা কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, রাজত্ব প্রদান করে থাকেন এবং প্রয়োজনে ইচ্ছামত তা তিনি ছিনিয়েও নেন। এ ব্যাপারে কোরআনুল করিমের ঘোষণা দ্ব্যর্থহীন ঃ

قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير—

www.pathagar.com

"বল সমস্ত রাজত্বের মালিক তিনি, যাকে ইচ্ছে তিনি রাজত্ব দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন•••••••।"

(আল-ইমরান ঃ ২৬)

এ পৃথিবীর সামগ্রিক কর্তৃত্বের বা নেতৃত্বের দায়িত্ব তিনি যাকে ভালো মনে করেন তাকেই দেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তিনি সাধারণতঃ কাকে বা কোন ধরনের জনগোষ্ঠীকে এ দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে কি কোন নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি আছে?

পৃথিবীর নীতিগত উত্তরাধিকার

আল্লাহ রাব্বুলআলামিন পৃথিবীতে মানুষকে তার প্রতিনিধি (খলিফা) রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও তাদেরকে দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি চান মানবজাতি তার খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পৃথিবীর শান্তি-শৃঙখলা রক্ষা করুক - পৃথিবীর সবকিছু সুষ্ঠু ও শান্তির জীবন যাপনের সুযোগ পাক। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তার বিধিবিধানকে অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা মূলতঃ মানবজাতির সদস্য হলেও তারা আর তার খলিফা থাকে না—হয়ে পড়ে বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী। ফলশ্রুতিতে সে বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর খেলাফতের তথা নেতৃত্ব—কর্তৃত্বের বৈধ ও নীতিগত অধিকার থাকেনা, অধিকার শুধু তাদেরই থাকে যারা পৃথিবীতে তার খলিফার দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত এবং এর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন। তারা কারা? এ ব্যাপারে কোরানের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى

الارض كما استخلف الذين من قبلهم —

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের জমীনে খেলাফত দান করবেন যেমনভাবে পূর্ববর্তী লোকদের দান করেছিলেন।" (নূর—৫৫ আয়াত)

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতটি স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলগণই পৃথিবীতে খেলাফত—নেতৃত্ব কর্তৃত্ব পাবার বৈধ (Derure) অধিকারী। এবং এমনি একটি জনগোষ্ঠী উপস্থিত থাকলে তাদেরকে খেলাফত দানের ওয়াদা আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে করেছেন। এবং পূর্বেও এই নীতিতে তিনি লোকদেরকে খেলাফত দান করেছিলেন। কোরানের আর একটি আয়াতে পৃথিবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কারা এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ঃ—

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصلحون —

"যবুর কিতাবে নসিহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই হবে।"

(সূরা আম্বিয়া-১০৫)

আল্লাহ চান পৃথিবীটাই বিপর্যয়ের স্থায়ী আবাসভূমিতে পরিণত না হউক—এখানে মানব জাতির জীবন অতিষ্ট না হয়ে পড়ুক—মানুষের স্বাধীনতা ভুলুণ্ঠিত না হউক আর এজন্যই তিনি সর্বদাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে আরেকটি দলের উত্থান ঘটান যাদের মাধ্যমে ফাসাদ নির্মূল হতে পারে।

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض —

"আল্লাহ যদি একদলের দ্বারা আরেকদলের দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীটা ফাসাদ ও বিপর্যয়ে পূর্ণ হয়ে যেত।" —(বাকারাহ-২৫১)

নির্মূলকারী শক্তি কোনটি ? উপরে উল্লিখিত দুটো আয়াত (নুর ৫৫/ আম্বিয়া-১০৫) গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে এ সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে নীতিগত ভাবে তারাই সত্যিকার বিপর্যয় নির্মূলকারী শক্তি হিসেবে ভূমিকাপালন করতে পারে যারা পৃথিবীর খেলাফতের বৈধ ও নীতিগত

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী অর্থাৎ যারা প্রকৃত ঈমানদার ও সৎকর্মশীল জনগোষ্ঠী। (অবশ্য এমনি জনগোষ্ঠীর অনুপস্থিতিতে ভিন্ন কোন জনগোষ্ঠীও বাস্তব-ক্ষেত্রে এ ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে)

অতএব, আমাদের সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে পৃথিবীতে সভ্যতা সংস্কৃতি নেতৃত্ব কর্তৃত্বের নীতিগত উত্তরাধিকার হচ্ছে সৎকর্মশীল জাতি এবং এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে অন্য কোন জাতি নেতৃত্ব পেতে পারে না। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে এ জাতীয় কতিপয় লোক থাকলেই নেতৃত্বের চাবিকাঠি হাতে এসে যাবে এটা মনে করার কারণ নেই বরং প্রতিপক্ষের মুকাবেলা করে ফাসাদ দূর করা ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং মন্দকে নির্মূল করার মতো পরিমাণগত ও গুণগত শক্তি থাকতে হবে।

সৎকর্মশীল জনগোষ্ঠীর অনুপস্থিতিতে

পৃথিবীর নেতৃত্বের মতো সৎজনগোষ্ঠী না থাকলেও পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন শূন্য থাকতে পারে না। কেন না কেউ নেতৃত্ব দেবেই। বাস্তব নেতৃত্বে (Defacto leadership) যারাই সমাসীন থাকুক না কেন তাদেরকে সীমাহীনভাবে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া হয় না। পূর্বে আমরা দেখেছি প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে অবকাশের একটি নির্দিষ্ট সময়-কাল। তা পূর্ণ হলে ইতিহাসের নেতৃত্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে। এ সময় যদি সৎকর্মশীল একটি জনগোষ্ঠী/জাতি ইতিহাস মঞ্চে উপস্থিত হয় তাহলে আল্লাহ্‌র প্রথমনীতি অনুযায়ী তারাই ক্ষমতা লাভ করবে। কিন্তু এমন কেউ যদি না থাকে তাহলে ও তাদের চেয়ে কম অকল্যাণকর একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে যারা কমপক্ষে পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর চেয়ে কম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হবে। 'কর্ম মন্দ' নীতিতে প্রচলিত শক্তির মুকাবেলায় নতুন শক্তি আবির্ভূত হতে পারে। কাজেই স্পষ্ট করেই বলা যায় যে সৎকর্মশীল জাতির অনুপস্থিতিতে কম ক্ষতিকর

www.pathagar.com

কোন জাতির আবির্ভাব আল্লাহ ঘটান যাতে করে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির মাত্রাটা কমে আসে।

অতএব বুঝা গেল কর্তৃত্বের প্রশ্নে/আল্লাহ্‌র নিকট দুটো বিকল্প নীতি রয়েছে ঃ

(১) সৎকর্মশীল জাতিই বৈধ ও নীতিগত উত্তরাধিকারী।

(২) নীতিগত উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে বিপর্যয় ও নৈরাজ্য-দমনকারীও পুনরায় কিছুটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার যোগ্যতা সম্পন্ন অন্য কোন জাতিকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে।

আল-কোরানের ইতিহাস দর্শনের আলোকে বর্তমান সভ্যতা

কোরানের দর্শন অনুযায়ী বর্তমান সভ্যতাটি চিরস্থায়ী সভ্যতা নয়-তার ও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে যা পূর্ণ হলে অতীতের জানা ২৭টি সভ্যতার মতো তারও পতন অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমান সভ্যতা বিপর্যয় সৃষ্টিতে সীমা ছাড়িয়ে গেছে

বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতা ধ্বংসাত্মক তৎপরতার দিক থেকে পৃথিবীর অনেক সভ্যতাকে হার মানিয়েছে। এখন গোটা পৃথিবী বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ। এ সভ্যতার অধীনে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মানবীয় শক্তি ও মেধার বেশীর ভাগ আজ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির জীবন আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত। মানুষ চায় এ অবস্থা থেকে মুক্তি। এ ফাসাদকারী সভ্যতার পতন আজ তাই অপরিহার্য—অনিবার্যভাবেই আর একটি বিকল্প সভ্যতার আবির্ভাব জরুরী হয়ে পড়েছে—তা না হলে ফাসাদে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা করতে দেবেন না। তাই বিকল্প শক্তির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

এ সভ্যতা টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে

একটি সভ্যতা টিকে থাকার জন্য যে দুটো নীতি রয়েছে অর্থাৎ

(১) আল্লাহ সদাচারী জাতিকে ধ্বংস করেন না,

(২) নেতৃত্বের নিয়ামতের যারা অসদ্ব্যবহার করেনি তাদের এ নিয়ামত পরিবর্তন করেন না—এ দুটো নীতি আজ আর বর্তমান সভ্যতার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমান সভ্যতা সদাচারী সভ্যতা নয় এবং দ্বিতীয়তঃ কর্তৃত্বের অপব্যবহার বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে চলছে। অতএব এ সভ্যতাটি টিকে থাকার আর বৈধ কোন কারণ নেই।

পতনের সমস্ত কারণ ও লক্ষণ বর্তমান সভ্যতার জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য

কোরানুল করীম পাঁচটি প্রধান বিষয়কে সভ্যতার পতনের মূল কারণ ও লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছে। সেগুলো ঃ—(১) পাপাচার (২) ভোগ-বিলাস (৩) জুলুম (৪) অপরাধী লোকদের নেতৃত্ব (৫) ধনিক শ্রেণীর সীমা লংঘন-মূলক তৎপরতা।

বর্তমান সভ্যতাটির ক্ষেত্রে উপরোক্ত সবকয়টি কারণ আজ প্রযোজ্য। এ সভ্যতা সত্যবিস্মৃত ভোগবিলাসে লিপ্ত এক পাপাচারী সভ্যতা। এ সভ্যতা জুলুম নির্যাতনের ধারক ও বাহক। সবচেয়ে হীন নিকৃষ্ট ও দাগী অপরাধীরা আজ সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। সচ্ছল ধনিক শ্রেণীর লোকদের ভূমিকা আজ গোটা সমাজ সভ্যতার ভিতকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন আজ দুর্বিসহ। তাদের ভোগ বিলাসের পাশাপাশি আজ কোটি কোটি বনি আদম ক্ষুধার জ্বালায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। অতএব এ সভ্যতাটির পতনের সব কয়টি কারণ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে নিছক জৌলুশ, মিসাইলের দাপট, প্রাচুর্য তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারবে না—অতীতেও কোন সভ্যতা রক্ষা পায়নি। তাই বলা চলে আজকের বস্তুবাদী সভ্যতার জন্যে অপেক্ষা করছে ধ্বংসের অশান্ত গভীর সমুদ্র যেখানে সে তলিয়ে যাবে অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতাগুলোর মতো।

www.pathagar.com

পতন অনিবার্য

উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এ সত্যই প্রতিভাত হচ্ছে যে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা যে কোন তত্ত্ব'বিচারে, যে কোন বিশ্লেষণে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সামনে তার ভাগ্যে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই। এটা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার যে ইতিহাস দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সবকয়টি তত্ত্বই প্রয়োগ করে একই সত্যে উপনীত হওয়া যাচ্ছে। সবকয়টি তত্ত্বের মাধ্যমে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মানেই হচ্ছে বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতা যে কোন বিচারে পতনের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে—টিকে থাকার স্বপক্ষে তার আর কোন যুক্তিই নেই—নেই তাত্ত্বিক বা বাস্তব কোন কারণ। গোটা ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কোরআন সবারই একই ইঙ্গিত, 'এ সভ্যতার পতন অনিবার্য।' পতনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই বিজয়ী চাকচিক্যময় সভ্যতাটি। সামনে তার পতনের মহাসমুদ্র। মহাকালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বইছে। আজ ঘূর্ণির তীব্র আঘাতে সে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছে—খানিক পরেই হয়তে মুখ থুবড়ে পড়বে ইতিহাসের ধূসর প্রান্তরে, নিক্ষিপ্ত হবে আস্তাকুড়ে। তাই অপেক্ষমান ইতিহাস সময় গুনছে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার শেষ নিশ্বাসের, প্রস্তুতি নিচ্ছে তার শেষ সৎকারের। সাথে সাথে বরণ করতে তৈরী হচ্ছে নতুন সভ্যতার ভোরের সূর্যটাকে।.....

—০—

www.pathagar.com